পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 14 Saturday, 14 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা ✱ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, শনিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

জয়নগরের পর ফরাক্কা, নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে ২ মাসেই ফাঁসির সাজা মূল দোষীর

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গিপুর, ১৩ ডিসেম্বরঃ জয়নগরের পরে এবার ফরাক্কা! আরও এক নাবালিকার ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দীনবন্ধু হালদারকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। অন্য আর এক অভিযুক্ত শুভজিৎ হালদারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার ঘোষণা হয়েছে। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদের আগুন যখন মধ্যগগনে, দুর্গাপুজো যখন কড়া নাড়ছে দরজায়, উৎসব বয়কট করে বিক্ষোভে সামিল হওয়ার ডাক যখন ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের নানা প্রান্তে, তখনই ক্ষোভের বারুদে নতুন করে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ স্পর্শ করেছিল জয়নগরের ঘটনায়। আর তার ঠিক পরেই আবারও ঘটে গিয়েছিল ফরাক্কার ঘটনা। তারিখটা ১৩ অক্টোবর, বিজয়া দশমী। ওই দিনই ঘটেছিল এই নারকীয় ঘটনা। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ফরাক্কা থানা এলাকায় দশ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করোর অভিযোগ ওঠে দীনবন্ধু হালদার (৪৬) এবং শুভজিৎ হালদারের (২৩) বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে জঙ্গিপুরের এসপি আনন্দ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম। ১৫ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্তকে। যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ একত্রিত করে মাত্র ২১ দিনের মধ্যে আদালতে জমা দেওয়া হয় চার্জশিট। বৃহস্পতিবার, ঘটনার ঠিক ৬০ দিনের মাথায় দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। আজ অর্থাৎ শুক্রবার ফরাক্কায় নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের একজনকে ফাঁসি এবং অন্যজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার সাজা শোনাল আদালত।

চার্জশিট দিতে পারল না সিবিআই

আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সন্দীপ-অভিজিতের জামিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল এবং আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের জামিন। গ্রেফতারের ৯০ দিন পরেও চার্জশিট জমা দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তাই ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিল মঞ্জুর করল শিয়ালদহ আদালত। তবে এখনই জেল মুক্ত হচ্ছেন না তাঁরা। গত ৯ ডিসেম্বর নির্দেশ মেনেই আদালতে হাজির হয়েছিলেন সন্দীপ ও অভিজিৎ। আদালতে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী দাবি করেছিলেন গ্রেফতারের পর ৮৬ দিন কেটে গেছে। এখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও শক্তপোক্ত প্রমান পেশ করা হয়নি। সে কারণে তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। কিন্তু ওই দিন আদালত নির্দেশ দেয় ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকতে হবে তাঁদের। অন্যদিকে, অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী তখন বলেন, ‘‘তদন্তকারীরা তাঁর মক্কেলকে প্রমান লোপাটের কারণে গ্রেফতার করলেও সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্ট হাতে এলেও তা আদালতে পেশ করা হয়নি।’’যদিও সিবিআই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে আদালতকে স্পষ্ট সেদিন জানায়, তদন্তের স্বার্থে ৯০০ ঘণ্টার ভিডিও পরীক্ষা

করে দেখা হচ্ছে। ইট ইস নট আ ম্যাটার অফ জোক। আজ ফের শিয়ালদহ আদালতে তোলা হয় সন্দীপ-অভিজিকে। ফের সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে গড়িমসির কথা উল্লেখ করে মক্কেলদের জামিনের আবেদন করেন আইনজীবীরা। গ্রেফতারের ৯০ দিন পরেও দু’জনের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তাই অবশেষে ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিল মঞ্জুর করল শিয়ালদহ আদালত। এ ব্যাপারে আন্দোলনকারী চিকিৎসক অনিকেত, কিঞ্জলদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। আন্দোলনকারী এক চিকিৎসক ত্রিনেশ মণ্ডল বলেন, ‘‘এই উদাসীনতা সিবিআইয়ের। কলকাতা পুলিশ তো কিছু করতেই পারল না, এরাও নয়। একের পর এক ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন। এর জন্যে আমরা ফের পথে নামব। তার আগে অবশ্যই আমাদের একটা আলোচনা হবে। বিস্তারিত বিবৃতি দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ জানিয়ে দেওয়া হবে।’’ প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরবর্তীতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার দেখায় সিবিআই। পাশাপাশি সন্দীপের সঙ্গে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকেও।

সব দায় সিবিআইয়ের!

বড় আন্দোলনের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ চার্জশিট জমা দিতে পারেনি সিবিআই। আর সে কারণে আর জি কর ধর্ষণ ও খুন মামলায় শিয়ালদহ আদালত জামিন পেয়েছেন সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল। দুজনের জামিনের বিরোধিতায় সরব রাজনৈতিক মহল। সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, ‘‘সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। ৯০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। তাই জামিন পেয়ে গেল ২জন। সিবিআই তদন্ত মানেই বিচার পেয়ে গিয়েছি তা নয়। ব্যর্থতার দায় সিবিআইকে নিতে হবে। কেন তারা ধর্ষণ ও খুন মামলায় চার্জশিট দিতে পারল না, তার জবাব দিতে হবে। সাধারণ মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছে সিবিআই। এবার রাজ্য ধর্ষক-খুনির মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবে। বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিক নাগরিক সমাজ।’’ আদালতের এই রায়ের পরই অতি দ্রুত জিবি মিটিংয়ে বসছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শনিবারের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ

জানাবেন তাঁরা। জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া-ও সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, ‘‘শুধু আমাদের নয়, ব্যর্থতার জবাব অভয়া দিদি, তাঁর বাবা-মা, গোটা রাজ্যবাসীকে দিতে হবে। সিবিআইয়ের ঢিলেমির তীব্র বিরোধিতা করি। নাগরিক সমাজের কাছে তাঁর একটাই অনুরোধ, রাজপথ ছাড়বেন না।’’ উল্লেখ্য, চলতি বছরের গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফট ছিল তরুণী চিকিৎসকের। পরদিন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনায় প্রথমে তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর পর ধর্ষণ ও খুনের মামলার জল গড়ায় কলকাতা হাই কোর্টে। সিবিআই ঘটনার তদন্তভার পায়। তদন্তে নামার পর একাধিকবার সন্দীপ ঘোষকে জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর পর আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর জি করের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন এবং আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত জোড়া মামলায় নাম জড়ায় তাঁর। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। আর জি কর কাণ্ডে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। ওই চার্জশিটে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে মূল অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখও করা হয়। তবে সন্দীপ ঘোষ কিংবা অভিজিৎ মণ্ডল ঠিক কীভাবে যুক্ত ছিলেন এই মামলায়, সে বিষয়ে চার্জশিটে সিবিআইয়ের তরফে সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই। সে কারণেই শুক্রবার শিয়ালদহ আদালত সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে জামিন দেয়। ২ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন তাঁরা।

এটা সংবিধান, সঙ্ঘ কা বিধান নয়, সংসদে প্রথম ভাষণে গর্জন প্রিয়ঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বরঃ একে বলে সংবিধান! এটা সঙ্ঘ কা বিধান নয়! ঠিক এই ভাষাতেই সংসদে শুক্রবার প্রথমবার ভাষণ দিলেন নেহরু-গান্ধি পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধি প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা। দাদা রাহুল গান্ধি ও দলীয় স্ট্র্যাটেজি অনুসারে কেরলের ওয়ানাড় কেন্দ্রের লোকসভা সদস্য প্রিয়ঙ্কা তাঁর ভাষণে জাতিভিত্তিক জনগণনার উপরেই জোর দেন এদিন। ভারতের সংবিধান গ্রহণের ৭৫-তম বার্ষিকীর উপর আলোচনায় কংগ্রেসের বক্তা তালিকায় ছিলেন প্রিয়ঙ্কা। প্রিয়ঙ্কার প্রথম লোকসভা বক্তব্য শুনতে এদিন হাজির ছিলেন তাঁর স্বামী রবার্ট বঢরা ও তাঁদের ছেলে। কংগ্রেস নেত্রী শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘‘দেশে জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে শুরু থেকে টালবাহানা করছে সরকার।’’ তাঁর দাবি, সময়ের দাবি জাতিভিত্তিক জনগণনা। কারণ এর ফলে সরকারি নীতি রূপায়ণ অনেক সহজ হবে। এই সরকার সংবিধানকে দুর্বল করে দিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী তথা বিজেপিকে তাক করে বলেন, ‘‘সম্ভলের ভুক্তভোগী পরিবারগুলির কয়েকজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তার মধ্যে দুটি বাচ্চাও ছিল। একজনের নাম আদনান, অন্যজনের উজের। একজনের বয়স আমার ছেলের

মতো। অন্যজন আরও ছোট বছর ১৭ হবে। তাদের বাবা দর্জি ছিলেন। তাঁর একটাই স্বপ্ন ছিল, ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে। একজন ডাক্তার হবে, অন্যজনও সফল হবে ভেবে রেখেছিলেন তাদের বাবা। কিন্তু পুলিশ তাদের বাবাকে গুলি করে মেরেছে। ১৭ বছরে আদনান আমাকে বলেছে যে, সে ডাক্তার হয়ে তার বাবার স্বপ্ন পূরণ করবে। এই স্বপ্ন ও জীবনের আস্থা রাখা হৃদয় সে পেয়েছে ভারতের সংবিধান থেকে।’’ প্রিয়ঙ্কা আরও বলেন, ‘‘আমাদের সংবিধান আমাদের সুরক্ষা কবচ। যা দেশের মানুষকে নিরাপদে রাখে। সুবিচার, ঐক্য, সংহতি, মতপ্রকাশের বর্ম আমাদের সংবিধান। কিন্তু এটা দুঃখের যে গত ১০ বছর ধরে আমাদের শাসক দলের বন্ধুরা যাঁরা বড় বড় দাবি করেন, তাঁরাই এই কবচকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সমস্ত রকম চেষ্টা করে চলেছেন।’’ প্রিয়ঙ্কা তাঁর ভাষণ শেষ করেন, সত্যমেব জয়তে বলে।

ইডি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন পার্থ, তবে এখনই নয় জেলমুক্তি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বরঃ অবশেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। তবে আদালত জানিয়েছে, এ মাসের মধ্যেই চার্জ গঠন করতে হবে ইডিকে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে এই মামলার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান নেওয়ার চেষ্টা করবে ট্রায়াল কোর্ট। পার্থকে ট্রায়াল কোর্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। তারপরেই জেল থেকে বের হতে পারেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টে ইডি মামলায় জামিন পেলেও সিবিআই মামলায় জেলমুক্তি ঝুলে রইল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। কলকাতা হাইকোর্টে চলছে সিবিআই মামলা। সেই মামলায় জামিন পেলে তবে জেলমুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে তাঁর। গত ৪ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে পার্থর জামিন মামলার শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতিরা। তাঁর আইনজীবী মুকুল রোহতগি আদালতে জানিয়েছিলেন, এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া প্রায় সকলেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর মক্কেলের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়নি। এমনকি, যাঁর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছিল, সেই অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, ‘বাকিরা জামিন পেতেই পারেন, কারণ তাঁরা কেউ মন্ত্রী ছিলেন না। একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কি জামিন দেওয়া যায়?’ ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন অর্পিতা। জামিনের জন্য বারবার আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছিলেন পার্থ। কিন্তু বারবারই তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। অবশেষে শুক্রবার সুপ্রিমকোর্টে মঞ্জুর হল পার্থর জামিনের আবেদন।

সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ভারত ঐক্যবদ্ধঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ সংসদ ভবনে ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ভারত ঐক্যবদ্ধ। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর জঙ্গি হামলা হয়েছিল সংসদে। পাঁচ সশস্ত্র জঙ্গি ঢুকে পড়েছিল সংসদ ভবনের ভিতরে। তাদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল এক সাধারণ নাগরিক-সহ মোট ৭ জনের। পরে অবশ্য মারা যায় ওই পাঁচ জঙ্গিও। শুক্রবার সেই সন্ত্রাসী হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তিনি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, ২০০১ সালের এই দিনে আমাদের সংসদকে রক্ষা করার জন্য যারা নিজেদের জীবন উসর্গ করেছিলেন, সেই সাহসীদের প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের সাহস এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। দেশ তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই দিনে, আমি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতের অটল সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করছি। সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দেশ ঐক্যবদ্ধ।

জম্মু-কাশ্মীরে স্পোর্টস স্টেডিয়ামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

ডোডা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার স্পোর্টস স্টেডিয়ামের কাছে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়।পুলিশ আধিকারিক জানান , ডোডায় স্পোর্টস স্টেডিয়ামের কাছে সংঃদহজনক অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। একই সাথে তিনি বলেন ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়ে ডোডার পুলিশ কন্ট্রোল রুম (পিসিআর) জানানো হয়েছে । মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে হত ২ নকশাল

রায়পুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) ছত্তিশগ।ে নকশাল-দমন অভিযানে ফের সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার ছত্তিশগ।রে মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দুই মাওবাদী। শুক্রবার সকালে বিজাপুর জেলার বাসাগুদা থানার অধীনে নেন্দ্র-পুন্নুর জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্ট।রে দুই নকশাল নিহত হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনকাউন্টারের পর দুই নকশালের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। একটি বন্দুক, নকশালদের পোশাক, মাওবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বই, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে এনকাউন্টারস্থল থেকে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি!

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-কে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিকে ঘিরে শোরগোল তৈরি হল। এই হুমকির প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাশিয়ান ভাষায় একটি হুমকি মেইল এসেছে। হুমকি দেওয়া হয় আরবিআই-কে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হবে। শুক্রবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটি হুমকিমূলক ই-মেইল এসেছে। ই-মেইলটি রাশিয়ান ভাষায় এসেছে, ব্যাঙ্ক উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। মাতা রমাবাই মার্গ (এমআরএ মার্গ) থানায় অজ্ঞাত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

শৈত্যপ্রবাহে কাবু উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি। ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা দেশের রাজধানীতে। শুক্রবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নেমেছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দিল্লির পাশাপাশি শীতে কাঁপছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। কোনও কোনও রাজ্যে আবার শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি। শীতে কাঁপছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব ও হরিয়ানা। আর পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও শুক্রবার জমজমাট ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে।

মহাকুম্ভ মেলার প্রস্তুতি চাক্ষুস করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রয়াগরাজ, ১৩ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। কুম্ভ স্নান সারা বিশ্বের সবচেয়ে ব। ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে একটি। তার উপর আগামী বছরে রয়েছে মহাকুম্ভের যোগ। তাই তার আগেই প্রয়াগরাজের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে বিপুল অর্থের উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার প্রয়াগরাজে পৌঁছনোর পর ফেরিতে চেপে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল পবিত্র সঙ্গমে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে আয়োজিত হয় বিশেষ পুজোর। পুজোয় যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পুজো শেষে মহাকুম্ভ-এর প্রদর্শনী স্থানটিও পরিদর্শন করেন মোদী। মহাকুম্ভ মেলার উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন হনুমান মন্দিরেও পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী। সর্বদা মোদীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন মহাকুম্ভ ২০২৫-এর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ১০টি নতুন রোড ওভার ব্রিজ অথবা ফ্লাইওভার, স্থায়ী ঘাট এবং নদীর ধারের রাস্তা প্রভৃতি। এদিন ।বার সংসদ হামলার ২৩ বছরে, ভয়াবহ সেই সন্ত্রাসী হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করল দেশ। উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, কিরেন রিজিজু এবং অন্যরা নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর জঙ্গি হামলা হয়েছিল সংসদে। পাঁচ সশস্ত্র জঙ্গি ঢুকে পড়েছিল সংসদ ভবনের ভিতরে। তাদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল এক সাধারণ নাগরিক-সহ মোট ৭ জনের। পরে অবশ্য মারা যায় ওই পাঁচ জঙ্গিও। শুক্রবার সেই সন্ত্রাসী হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে দেশ।

সংবিধানের প্রতি বিজেপির অঙ্গীকার সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কংগ্রেসকে বিঁধে মন্তব্য রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ সংবিধানের প্রতি বিজেপির অঙ্গীকার সম্পূর্ণ পরিষ্কার। শুক্রবার লোকসভার এমনটাই বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫-তম বার্ষিকীতে শুক্রবার লোকসভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজনাথ সিং বলেছেন, অনেক বিরোধী নেতা সংবিধানের কপি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। আসলে তাঁরা ছোটবেলা থেকেই এটি শিখেছে। তাঁরা দেখেছে তাঁদের পরিবারে প্রজন্ম ধরে সংবিধান নিজেদের পকেটে রাখা হয়েছে। কিন্তু, সংবিধানের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ভারতীয় সংবিধান, সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, নিজস্ব মৌলিক চেতনা না হারিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমরা সবাই সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকার হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা মেনে নিই। আজ সংবিধান রক্ষার কথা হচ্ছে। এটা আমাদের সকলের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের এটাও বুঝতে হবে কারা সংবিধানকে সম্মান করেছে আর কারা অসম্মান করেছে।

দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, অনাস্থা প্রসঙ্গে মন্তব্য ধনখড়ের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেব, শুক্রবার রাজ্যসভায় এই মন্তব্য করলেন উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে শুক্রবার রাজ্যসভায় হট্টগোল হয়। চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেছেন, আমি একজন কৃষকের ছেলে, আমি দুর্বলতা দেখাব না। আমি আমার দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করব। আপনাদের (বিরোধীদের) একটাই কাজ ২৪ ঘন্টা, একজন কৃষকের ছেলে কেন এখানে বসে আছে। দেখুন আপনারা কী বলছেন আমি অনেক সহ্য করেছি। আপনারা সংবিধানকে অপমান করছেন। এরপর রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আপনি (বিজেপি) সদস্যদের অন্য দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলতে উৎসাহিত করছেন। আমিও একজন কৃষকের ছেলে। আমি আপনার চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। আপনি আমাদের দলের নেতাদের অপমান করছেন। আপনি কংগ্রেসকে অপমান করছেন, আমরা এখানে আপনার প্রশংসা শুনতে আসিনি, আলোচনা করতে এসেছি। আপনি আলোচনা করার অনুমতি দিন। অযথা ঝামেলা করে লাভ নেই।

রেকর্ড বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে উন্নয়নে জোর দিচ্ছে সরকার

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ভারত সরকার গত ১০ বছরে দেশের পরিকাঠামোগত উন্নযনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। নতুন দিল্লিতে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিন্ধিয়া বলেছেন, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে স।ক, রেলপথ এবং বিমান পরিকাঠামোর ব্যাপক অন্তর্ভুক্তির ফলে পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য রেকর্ড বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া বলেছেন, এই বছর সড়ক ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হযেছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ সালে ছিল ৩১ হাজার কোটি টাকা। সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, জাতীয় হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গত দশ বছরে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা এক লক্ষ ৪৬ কিলোমিটারেরও বেশি পৌঁছেছে। তিনি বলেন, দেশে প্রতিদিন ৩৭ দশমিক ৮ কিলোমিটার সড়ক তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নেবে ঃ এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা নেবে, এমনটাই প্রত্যাশা ভারতের। জানালেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার লোকসভায় ডঃ জয়শঙ্কর বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর যে আচরণ করা হয়েছে এবং একাধিক হামলা হয়েছে তা উদ্বেগের বিষয় এবং ভারত বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেন, বিদেশ সচিব সম্প্রতি ঢাকা সফর করেছেন। জয়শঙ্কর আরও বলেন, ভারতের বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পের একটি ভালো ইতিহাস রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি একটি পারস্পরিক উপকারি এবং স্থিতিশীল সম্পর্কে স্থায়ী হবে।

এক দেশ, এক নির্বাচন খুবই ভালো ধারণাঃ হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ এক দেশ, এক নির্বাচন ধারণার ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হেমা মালিনী বলেছেন, এক দেশ, এক নির্বাচন খুবই ভালো ধারণা। হেমা মালিনী আরও বলেছেন, দেশে ঘন ঘন নির্বাচনের কারণে, উন্নযন কাজ থমকে যায়। এক দেশ, এক নির্বাচন বাস্তবায়নের পর উন্নয়নের কাজ চলবে। উল্লেখ্য, 'এক দেশ, এক ভোট' নীতি কার্যকর করার পথে আরও এক ধাপ এগিয়েছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। সূত্রের খবর, সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিষয়ে বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র।

দিল্লির ৬টি স্কুলে বোমা হুমকি তৎপর পুলিশ, চলল জোরদার তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির একাধিক স্কুলে ফের ই-মেইল মারফত এল বোমা হুমকি! শুক্রবার ই-মেইলের মাধ্যমে বোমার হুমকি পেয়েছে দিল্লির ৬টি স্কুল। এই স্কুলগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুল (কৈলাশ পূর্ব) এবং ভাটনগর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। বোমার হুমকির প্রেক্ষিতে স্কুলগুলিতে জোরদার তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। বোমা ডিটেকশন টিমও স্কুলগুলিতে পৌঁছয়। নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। এক অভিভাবক জানিয়েছেন, আমরা একটি বার্তা পেয়েছি (স্কুল থেকে), সেখানে উল্লেখ রয়েছে অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে স্কুল বন্ধ রয়েছে। আমরা সকাল ৬টা নাগাদ এই বার্তা পেয়েছি। আমরা ফিরে যাচ্ছি বাড়িতে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মোট ৬টি স্কুলে তল্লাশি চালানোর পর সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতার দক্ষিণী অভিনেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ

হায়দরাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণী অভিনেতা আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত ৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে '২' ছবির প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়। আহত হন বেশ কয়েক জন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আল্লু অর্জুন। এই ঘটনাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তেলেগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতার করার পর তাঁকে চিকাদপল্লী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় পৌঁছন তাঁর শ্বশুরও। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, হায়দরাবাদে গত ৪ ডিসেম্বর পুষ্পা ২-এর প্রিমিয়ার চলাকালীন সময়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। মারাত্মক জখম হন তাঁর ছেলে। এই ঘটনার তদন্তে নেমেই আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চিকাদপল্লী এসিপি এল রমেশ কুমার বলেছেন, হ্যাঁ, আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **17.12.2024 তারিখে দুপুর 3:30 থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **24.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৪বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23457631, GL30725564, GL32088859, GL30589529, GL30517215, GL23302081, GL29760429, GL23265376, GL33201166, GL31290540, GL30289185, GL30739512, GL30791270, GL30521868, GL31053299, GL30724856, GL29016369, GL30172572, GL29771105, GL27280454, GL33209227.

শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30752434, GL24598642, GL30672538, GL31217687, GL30612407, GL30578743, GL30530666, GL32427050, GL30459267, GL30442504, GL30444044, GL30411843, GL30305383, GL33584078, GL33561927, GL33420909, GL30301637, GL30763678, GL32655462, GL30630035, GL32442344, GL31658339, GL33567633, GL33431157, GL33273030, GL30320398.

শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30723940, GL23367953, GL30612704, GL30574931, GL23852131, GL32351476, GL30019611, GL28716430, GL30739057, GL30630036, GL27654275, GL29161303, GL28727230.

শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23482597, GL23463230, GL31887852, GL23436970, GL25344836, GL30671852, GL30634530, GL32571373, GL32571177, GL32571768, GL30610548, GL30569670, GL32545156, GL30527626, GL23285398, GL32378546, GL32373306, GL32329451, GL29583734, GL31905619, GL32314659, GL33872785, GL27729435, GL30658831, GL32587480, GL32587516, GL32587544, GL33446293, GL30544481, GL32408335, GL32408222, GL32337482.

শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30747370, GL23476771, GL23474599, GL30707625, GL32633642, GL30670629, GL30732177, GL33869677, GL32516430, GL23337942, GL30562158, GL30560985, GL30529421, GL32468336, GL30527252, GL32460134, GL32466635, GL30517927, GL23307336, GL23300615, GL28369453, GL23302216, GL30501432, GL30463157, GL30462021, GL30453433, GL30455752, GL30460900, GL30425784, GL30440378, GL32349067, GL30437724, GL32761335, GL30564051, GL32887888, GL32204671, GL32208544, GL29454762, GL22765565, GL22933592, GL29373001, GL33095812, GL29268987, GL33011087, GL28136891, GL28046082, GL30761923, GL28921999, GL34007927, GL33891033, GL32527739, GL30567563, GL30542768, GL32473028, GL32475769, GL30521596, GL30513334, GL31385879, GL30484700, GL30484540, GL30451157, GL32366138, GL32770904, GL32891630, GL32231550, GL29475444, GL29378360, GL33119891, GL33016316, GL28151515, GL28049716.

শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31088330, GL23378012, GL25292443, GL30533727, GL29988810, GL33258001, GL29243025, GL28427152, GL23739195, GL32513150, GL30546920, GL30007562.

শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31401176, GL32670401, GL23476528, GL32486028, GL30732080, GL30688172, GL30706034, GL30690877, GL23446104, GL23410116, GL30643783, GL30618079, GL32532858, GL30571529, GL30586620, GL23354453, GL23354561, GL30549367, GL23341340, GL30518983, GL30518538, GL23310647, GL30496937, GL23287382, GL31212577, GL23250392, GL30406487, GL23650135, GL23475697, GL23173433, GL22944230, GL29786003, GL33599698, GL33576826, GL29644895, GL30910815, GL23623449, GL29595491, GL33442704, GL29536486, GL32161346, GL33314672, GL33315611, GL33221090, GL29543509, GL29315623, GL28413090, GL28385674, GL28044838, GL27840130, GL31894395, GL29103565, GL32500956, GL30715926, GL30715838, GL32728878, GL25903350, GL31636472, GL30599350, GL30600534, GL26100977, GL30812416, GL30521671, GL30521445, GL29834832, GL28517921, GL31788003, GL29240460, GL23369509, GL30422344, GL27355526, GL33837285, GL30871503, GL34167063, GL29795518, GL33591601, GL29660989, GL29614610, GL33460945, GL29546710, GL32172783, GL33318616, GL33318387, GL33235654, GL28429707, GL28567736, GL28404952, GL27870282, GL32260383, GL28059111, GL33434560, GL31939426, GL27903816, GL31909487, GL32252063, GL32416980, GL28348354, GL32556257, GL32556779, GL32445392, GL33350593, GL31906593, GL28049105, GL33356077.

শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23472928, GL23458132, GL30697565, GL30586131, GL30609438, GL30527570, GL30519357, GL30252791, GL29463916, GL33205473, GL32978871, GL28974722, GL24869122, GL23881961, GL29163183, GL30716648, GL32786278, GL30603061, GL33047870, GL32652399, GL32843704, GL29475226, GL33207237, GL32988557.

শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32641357, GL24932294, GL30706602, GL23430049, GL23412461, GL32535538, GL23410907, GL23411889, GL23415532, GL30638989, GL30650314, GL30611712, GL32539196, GL32534937, GL32485238, GL32456280, GL32417605, GL23310538, GL23266628, GL26821988, GL31772002, GL24753020, GL34025195, GL22732487, GL33345657, GL31396268, GL22616097, GL23499165, GL30982558, GL32086786, GL28626791, GL28294815, GL28227304, GL27765973, GL32666154, GL27531158, GL30716239, GL23455697, GL28707020, GL26831417, GL28196255, GL32553549, GL33988117, GL32554520, GL32553462, GL32472989, GL32444217, GL32350309, GL34049191, GL33351457, GL31414431, GL28302795, GL28241994, GL27771921.

শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26018887, GL30694351, GL30840213, GL32566897, GL31134336, GL23368392, GL33377598, GL30115947, GL30834764, GL32419481, GL32433616, GL30444630, GL28909778, GL30414422, GL29720275, GL33466269, GL33283049, GL31407991, GL29390799, GL33165877, GL29980855, GL31066748, GL28267091, GL28218064, GL31890429, GL30715814, GL32584516, GL31144315, GL28782448, GL32438575, GL30421920, GL29745935, GL33293700, GL31413377, GL31071663, GL28273856, GL28242764.

শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30747454, GL32679144, GL23463394, GL30731562, GL30733520, GL23465262, GL23444259, GL30702249, GL30668149, GL30664970, GL34036643, GL30671155, GL25700370, GL30645477, GL30622060, GL30582706, GL29655366, GL30574776, GL32544656, GL32546361, GL32542438, GL32522664, GL23968125, GL23437667, GL30556285, GL30558148, GL30558527, GL30551544, GL30539652, GL32451015, GL32464704, GL30531285, GL23308558, GL30520306, GL31868555, GL30515987, GL27035012, GL30414421, GL32305399, GL33478510, GL33421586, GL29507206, GL33213208, GL33129693, GL33100632, GL22374467, GL28828642, GL28442611, GL28281146, GL18692353, GL30761434, GL33727748, GL27189154, GL28104904, GL25169754, GL25411035, GL30742425, GL29577889, GL30713416, GL30745970, GL30686011, GL30685103, GL28707483, GL33345316, GL30602026, GL32555755, GL32556073, GL30567059, GL29523805, GL23127152, GL28301403.

শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30756751, GL30736764, GL32567554, GL30646157, GL30637097, GL30638265, GL23817350, GL32507203, GL30574644, GL32508898, GL30556873, GL32450166, GL32421505, GL30465066, GL30440888, GL30439076, GL32302780, GL30414858, GL32187961, GL29247834, GL31718242, GL30883292, GL32528153, GL30601660, GL32524309, GL32472321, GL32441142, GL32312584, GL32198672.

শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30726486, GL30678536, GL30633888, GL23364092, GL30578734, GL30556465, GL23325463, GL30537495, GL33820829, GL30495205, GL30499751, GL30501747, GL23272562, GL30466573, GL30416969, GL29652062, GL33302152, GL33070061, GL32997435, GL30740814, GL33763197, GL30687098, GL30659010, GL27789811, GL30546102, GL32934376, GL30513356, GL29661550, GL33088378, GL33016198.

শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30745020, GL30744793, GL30748080, GL24011195, GL30729512, GL30728498, GL30707175, GL30708124, GL30706953, GL30694971, GL23422098, GL30665670, GL30665864, GL30639810, GL32560482, GL34201081, GL30582462, GL30578594, GL30586792, GL30581162, GL30574106, GL23341474, GL31663653, GL30556578, GL32478558, GL30536533, GL32430328, GL30520707, GL32032578, GL32425625, GL30462196, GL30433000, GL32331646, GL30406377, GL30403875, GL31109499, GL30352663, GL22612204, GL33206648, GL33185517, GL30761569, GL30761932, GL30761409, GL29123681, GL30739630, GL30715734, GL26357126, GL30685724, GL30685031, GL32583428, GL30859556, GL28693931, GL32501017, GL32444766, GL32443132, GL32342519, GL30422203, GL30422151, GL30360496, GL33209566.

শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23481430, GL32683557, GL23455917, GL23399438, GL30639704, GL30641671, GL30641579, GL30609234, GL30563869, GL30548259, GL32496132, GL30471885, GL30426576, GL30411184, GL33240446, GL29305782, GL29265873, GL32972430, GL30808153, GL30659286, GL30659224, GL33267180, GL29323963, GL32984692.

শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32712324, GL23960490, GL32578681, GL33934971, GL30607845, GL33471892, GL30592331, GL32460777, GL30050212, GL33417735, GL33366693, GL29471950, GL33213813, GL33204244, GL32177958, GL30629522, GL32475216, GL33431008, GL33372388, GL33214907, GL33234829, GL33209628.

শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30669423, GL23356311, GL32467520, GL32451331, GL31156539, GL32389035, GL32336162, GL32318794, GL29783322, GL31659624, GL31635897, GL31484169, GL29555720, GL29519322, GL22790776, GL23133210, GL30224728, GL30750997, GL31336244, GL31312773, GL31194789, GL30590387, GL28315452, GL30685126, GL32475809, GL32472803, GL32402939, GL32409026, GL32341970, GL29795482, GL31676483, GL29568880, GL29523767, GL33304128, GL33303964, GL30761638, GL28328169.

শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33096116, GL30708254, GL30667738, GL23367866, GL30552190, GL30499152, GL23275076, GL30409191, GL22838302, GL25556392, GL21331374, GL33121199, GL30684932, GL25509437.

শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32621620, GL26716403, GL32656996, GL32613054, GL23445935, GL31509667, GL23328709, GL31828061, GL27509729, GL31506351, GL26243322, GL32437583, GL34005193, GL24579957, GL32204392, GL23287252, GL32379465, GL32383694, GL28269326, GL31021894, GL31125916, GL23252532, GL22821061, GL31659832, GL25798357, GL22794612, GL31610283, GL22656026, GL31256439, GL31245815, GL31158111, GL32271277, GL28389087, GL25179922, GL29237462, GL32345901, GL32345545, GL33272853, GL32998441, GL24648886, GL24111675.

শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30752636, GL31861216, GL30705366, GL23421219, GL27952103, GL30970064, GL30577526, GL30574837, GL30579393, GL30535421, GL23317121, GL30520389, GL23291183, GL31104869, GL29436292, GL30475219, GL23266759, GL23260242, GL23265536, GL32330699, GL25186464, GL32304103, GL33130635, GL22481101, GL30761330, GL32943614, GL30718944, GL27573674, GL30988761, GL27497612, GL24636132, GL31122802, GL32380549, GL27935242, GL28835190, GL32338133, GL28482476, GL32309838, GL33150156.

শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29345550, GL27156515, GL32620109, GL32623605, GL25830095, GL27382216, GL32607261, GL30620524, GL28381874, GL28228651, GL23344541, GL29601149, GL29357986, GL32428466, GL30498392, GL29784656, GL32241016, GL32235410, GL23797025, GL33274376, GL33160011, GL33072244, GL33072044, GL31167369, GL21861053, GL29552539, GL30630706, GL26447856, GL32257456, GL32254106, GL33382933, GL33290804, GL33085656, GL33086431, GL31173458, GL27633407.

শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33989455, GL30727363, GL27456480, GL30582558, GL23273988, GL32234892, GL23481114, GL33384266, GL26874311, GL27842872, GL32737608, GL32259317, GL28010025, GL27865185.

শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30751007, GL32707386, GL30719671, GL23465145, GL30679129, GL32580202, GL32578109, GL23801845, GL32536979, GL30669131, GL32509500, GL32514727, GL32516034, GL32514546, GL32515850, GL32516735, GL32486702, GL30553962, GL32482689, GL30559608, GL33271664, GL23325377, GL32329413, GL30532815, GL30531698, GL30518889, GL30500474, GL26077234, GL30445020, GL30438204, GL32362309, GL30428470, GL30428639, GL32323556, GL30416176, GL30273435, GL33582373, GL31542611, GL32670071, GL31375943, GL29581725, GL32606873, GL33278275, GL29437509, GL29347523, GL33140959, GL29294541, GL28333546, GL21857621, GL28065831, GL30761534, GL30739525, GL32163401, GL28776596, GL32554373, GL30685025, GL32527716, GL32528994, GL32530680, GL32529128, GL32529029, GL32529098, GL32500831, GL32497819, GL33292652, GL29104927, GL25269341, GL30550854, GL30546840, GL30545788, GL30521492, GL32361552, GL32343507, GL33414534, GL32693443, GL33187427, GL31475805, GL31390652, GL33293308, GL29448139, GL33149030, GL28352683, GL28085601.

শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30752607, GL30753409, GL32605122, GL32562271, GL30415354, GL31062550, GL28260582, GL27915659, GL30761282, GL31069567.

শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30692172, GL30699681, GL30608445, GL32546165, GL31968702, GL32394502, GL32360511, GL32298478, GL32239068, GL32220859, GL32207073, GL33582792, GL31405875, GL29423084, GL31286027, GL20468570, GL30715934, GL30629608, GL31987791, GL32311948, GL32256194, GL32224752, GL32230228, GL31412218.

শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23501372, GL28774250, GL32628466, GL30676490, GL30646671, GL23401008, GL30588740, GL23357625, GL32520397, GL23358951, GL30561608, GL32451423, GL23327710, GL30528502, GL30504738, GL32378268, GL30475253, GL23275474, GL29601694, GL33338701, GL33100922, GL33012371, GL32967193, GL32031464, GL22283773, GL27985065, GL27884310, GL19477450, GL25965507, GL30603212, GL32526526, GL33137306, GL32473154, GL28294624, GL30513627, GL32406912, GL29614144, GL33352295, GL33120229, GL33018213, GL32984582, GL27992491.

শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30735393, GL30734726, GL30536139, GL33309932, GL30537315, GL30506473, GL34297770, GL31596710, GL29619855, GL33322459, GL34319260, GL29636978.

শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32703945, GL23501809, GL23483601, GL31908060, GL30730059, GL30725864, GL30689772, GL30694584, GL30673321, GL30675473, GL32572350, GL32520687, GL30559999, GL30551349, GL30563591, GL23344199, GL30564618, GL26355175, GL31831904, GL23286881, GL32324998, GL31743161, GL26188014, GL29775277, GL22837127, GL33447420, GL29542607, GL29542229, GL29418033, GL31330842, GL31193144, GL29243501, GL31149587, GL31058815, GL28949405, GL28170966, GL21808509, GL27969372, GL28753279, GL32564574, GL26725510, GL30716056, GL30716168, GL31873975, GL31193569, GL30687801, GL32585549, GL29914991, GL27801619, GL27574686, GL32341891, GL26718170, GL27687842, GL27935093, GL29107855, GL29795022, GL33460688, GL29546461, GL31342532, GL31175424, GL31072974, GL29735555, GL21815360, GL27991136.

শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31140543, GL30754585, GL32680592, GL30699084, GL30583953, GL30560783, GL23345540, GL30519132, GL32359304, GL30943308, GL32302107, GL27817401, GL34299495, GL32787661, GL29630222, GL23618689, GL29537442, GL33314238, GL33168762, GL25425692, GL31331635, GL31135025, GL22474928, GL30761834, GL29999882, GL30521779, GL32312323, GL34319006, GL32802411, GL29637482, GL27588441, GL33464098, GL29546708, GL33318533, GL31344434, GL31144461, GL22486540.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **14.12.2024**
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

২৪ তম উত্তরপাড়া বইমেলা জমে উঠেছে

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ২৪ তম উত্তরপাড়া বই মেলা জমে উঠেছে। এই বইমেলা প্রথম শুরু হয় ২০০১ সালে তারপর থেকে উত্তরপাড়ার মনমোহন উদ্যানে এই বইমেলা প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে। উত্তরপাড়া বইমেলা ৮ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বইমেলার প্রথম দিন উদ্বোধন করেন পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জি ও সাহিত্যিক হিমাদ্রি শেখর। এবার এই মেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে ৮৮ টি বুক স্টল আছে আছে লিটল ম্যাগাজিনের স্টল বেশ কিছু নামি প্রকাশকরা আছেন বইপ্রেমীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। আট থেকে ৮০ সবাই আসছেন বইমেলাতে মেলা প্রাঙ্গণ সুন্দর আলোকমালা সেজে উঠেছে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা বইমেলায় এসে ভিড়

জমাচ্ছে ঘুরে ঘুরে বই দেখছে তারা আবার বই কেনাকাটা করছে। উত্তরপাড়া বইমেলা পরিচালনায় উত্তরপাড়ার সমন্বয় বইমেলার দিনগুলি সন্ধ্যা থেকে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হচ্ছে উপস্থিত থাকছেন সংগীত শিল্পী রায়। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সৈকত মিত্র উপস্থিত ছিলেন ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী নিপবিথী সমন্বয়ের সম্পাদক দিলীপ যাদব জানালেন সেই ২০০১ সাল থেকে বইমেলা চলছে, সবাই আসছেন বই কিনছেন এইসঙ্গে সবাইকে বলবো মেলায় আসুন। বই কিনুন মেলায় যারা আসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাই। মেলায় ভালই বই বিক্রি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের ও যুবযুবাদের বইয়ের উপর ভালই আকর্ষণ আছে। আমি বইমেলায় আসতে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছি আসুন মেলা দেখুন বই কিনুন বই পড়লে বিশদভাবে সবকিছু জানা যায়। বইমেলায় উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনে পুরসভার কাউন্সিলররা ও অতিথি বৃন্দ। এছাড়া এলাকার বহু মানুষজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে দেকা গিয়েছে।

তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুলে হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন

ডিন্ডিগুল, ১৩ ডিসেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল জেলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন ৬ জন। বিধ্বংসী আগুনে আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২০ জন। বৃহস্পতিবার রাতে ডিন্ডিগুল-ত্রিচি হাইওয়ের কাছে গান্ধী নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন, পৌঁছে যায় ১০টি অ্যাম্বুলেন্স। হাসপাতাল থেকে অনেক রোগীদের উদ্ধার করা হয়। ডিন্ডিগুলের জেলা কালেক্টর এম এন পুনগোদি বলেছেন, একটি বেসরকারি হাসপাতালে আগুন লেগেছে। এখানকার রোগীদের উদ্ধার করে কাছাকাছি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে, তবে ডাক্তারদের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়ার পর আমরা মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত করব। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগুনে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।

বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের মিলন বার্তা সৌরভের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২০২৫ এর শুরুতেই ২ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ১৯ তম বিশ্ব ডুয়ার্স উসব। রাজ্য তথা দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বড় মিলন উৎসব। আলিপুর দুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এই উৎসব চলবে আগামী ১২ জানুয়ারি । আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী সহ চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা সেন ও হরনাথ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে নন্দন চত্বরে উৎসব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তারা জানালেন ডুয়ার্স কে জানতে ও সততই মিলনের জন্য এই আয়োজন । মেলায় পুষ্প, রং বেরঙের দোকানের পসরা ছাড়াও থাকবে আলোচনা সভা ও প্রতিদিন সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান। দুই পরিচালক উৎসবের আমেজ উপভোগ করতে রাজ্যের আপামর পর্যটক ও জনসাধারণকে আহবান জানিয়েছেন।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল মেট্রো আরপিএফ

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ১১.১২.২০২৪ তারিখে, ১৩,১৫ টায় এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে একজন অন-ডিউটি মহিলা আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত টহল চালানোর সময় দক্ষিণ পাশের টিকিট বুকিং কাউন্টারের কাছে একটি দাবিহীন ব্যাগ উদ্ধার করে এবং স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেয়। পরে ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর, একজন পুরুষ যাত্রী এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং উদ্ধারকৃত ব্যাগ।

দক্ষিণদাড়ির বাড়ির ছাদে রাখা কাঠ থেকে আগুন

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ লেকটাউনের দক্ষিণদাড়ি পোস্ট অফিসের কাছে শুক্রবার সকালে বাড়ির ছাদে রাখা কাঠে আগুন লেগে যায়। তার পরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। যদিও চারটি গাড়িকে কাজ করতে হয়নি। ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই বাড়ির ছাদে আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুন কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে এলেও পকেট ফায়ারগুলি নেভানোর কাজ চলে। আতঙ্ক দেখা দেয় স্থানীয়দের মধ্যে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। স্থানীয়েরা দেখতে পেয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট নাগাদ খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের চারটি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। যদিও সব ক'টিকে কাজ করতে হয়নি। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন যাতে বেশি ছড়িয়ে না পড়ে, তাই বাড়ি থেকে বার করে আনা হয় গ্যাসের সিলিন্ডার।

রসিদ ছাড়া পুলিশ জরিমানা নিচ্ছে, অভিযোগ বাস মালিকদের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ রসিদ না দিয়ে সময়সূচির ওপর আদায় করা জরিমানার কথা লিখে বেআইনিভাবে টাকা নিচ্ছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। শুক্রবার এই অভিযোগ করলেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সম্পাদক তপন ব্যানার্জী। বিষয়টিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তপনবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, জরিমানা নিলে সরকারি রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যভাবে নেওয়া অবৈধ। যে রাজ্যে গত ৭ বছরের বেশী হলো বাস ভাড়া বারেনি, তার উপর প্রতি দিন একটি বাসকে ৫০০ টাকার বেশী পুলিশকে দিতে হয়। একটি বাসের প্রতি দিন কত আয় হলে এটা সম্ভব? ট্রাফিক পরিকাঠামো ঠিক না করে এইভাবে এই ভাবে জরিমানা আদায়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাত্রীবাহী বাসের অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারেও সরব হয়েছেন তপনবাবু। তাঁর দাবি, একদিকে প্রতিনিয়ত ডিজেলের মূল্য ও আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধিতে বাসমালিকরা বিপর্যস্ত। কোনও সরকারি অনুদান নেই।

সরকার বছরের পর বছর তাদের নিজেদের কিছু বাসের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে আসছে। এই রাজ্যে বেসরকারি বাস ৮৫ শতাংশ পরিসেবা দেয়। তাহলে আমরা কেন অবহেলিত?

কলকাতা- সহ রাজ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি পরিবহনের ঠিক মতো পরিষেবা দিতে হয়, তা হলে তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভাবনা বদলাতে হবে। শহরে পরিবহনের ' পরিকল্পনা করলে তার জন্য আনুসঙ্গিক সব ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে এটা কতটা ফলপ্রসু হবে সংদেহ আছে। আমরা সব রকম সহযোগিতা করব। এই মুহূর্তে একটি নূতন বাস রাস্তায় নামাতে কত খরচ, সেটা সরকার ভালো রকম জানে। এর জন্য ৩০ লাখের উপর খরচ হয়। কিভাবে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ হবে এই বাস ভাড়ায়? বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক ঋণ দিচ্ছে না। এর জন্য দরকার একটি নিয়ন্ত্রণ কমিটি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করছি। ডিজেলের উপর জিএসটি বসানো হোক। যাত্রীবিমার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বদলাতে হবে। বিমা কোম্পানি গাড়িশিল্প থেকে কত পাচ্ছে, কত দিচ্ছে, সেই হিসাব প্রকাশ করতে হবে। এব্যাপারে আমরা দেশের উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিলাম। এ সব বিষয় ভালোভাবে বিবেচনা না করলে পরিবহনের হাল ফিরবে বলে মনে হয় না।

অনেক অসাংবিধানিক কাজকর্ম চলছে, কটাক্ষ মল্লিকার্জুন খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খাড়গে বলেছেন, অনেক অসাংবিধানিক কাজকর্ম চলছে, অনেক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অপব্যবহার করা হচ্ছে, দেশে শাসনব্যবস্থা ভালো নয়, তাই আমরা একটি বিতর্ক চাই, যাতে সবাই জানতে পারে কিভাবে শাসন চলছে। এক দেশ, এক নির্বাচন প্রসঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বিশেষ কিছু বলেননি। তাঁর কথায়, আমরা দেখব বিলে কী আছে। তাঁরা কীভাবে তা করবে, আমরা সমস্ত বিষয় দেখব এবং তারপরে আমরা প্রতিক্রিয়া জানাব। উল্লেখ্য, ' দেশ, এক ভোট' নীতি কার্যকর করার পথে আরও এক ধাপ এগিয়েছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। সূত্রের খবর, সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিষয়ে বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **17.12.2024 তারিখে দুপুর 3:30 থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল, তালুকা-মেদিনীপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30700705, GL30674436, GL32381412, GL30612511, GL30641458, GL32545361, GL23325524, GL32619270, GL32390165, GL30490818, GL23269960, GL30409352, GL30687722, GL32559859, GL32553953, GL32413956, GL30512649, GL23282220, GL31109601.
শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30653211, GL30608517, GL32487851, GL30508590, GL30181961, GL33215207, GL25638453, GL30661869, GL32502717, GL33236173, GL25652537.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা – কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30721031, GL30769086, GL23746589, GL23427529, GL32606813, GL30643115, GL30652158, GL28336727, GL23355178, GL30537469, GL30518001, GL30436184, GL34039629, GL31351582, GL30879600, GL30659654, GL30661735, GL28916450, GL30546091.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25556905, GL30664773, GL23390106, GL23358804, GL30526202, GL28825364, GL30409302, GL22519441, GL23392617, GL23069742, GL30685537, GL28349610, GL24347147, GL30542885, GL29057980.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-কেশপুর সোহো জিএল, তালুকা-কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33359810, GL32346413, GL32365973.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30518982, GL33277292, GL33093852, GL30521598, GL33292703, GL33121393.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 14.12.2024
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

কেবল নিজেদের নেতাদের হত্যা করতে পারে, বাংলাদেশকে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত একমাত্র যা নিয়ে গর্ব করতে পারে তা হল তাদের নিজেদের নেতাদের হত্যা শেখ মুজিব ও পরিবার, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ইত্যাদি। শুক্রবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তিনি লিখেছেন, আরাকান আর্মি যদি সত্যিই আক্রমণ করে তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়াবে। তারা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং হতাশ সমাজ। তাঁকে লেখা অপর একজনের প্রাসঙ্গিক বার্তাও এদিন সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন তথাগতবাবু। তাতে লেখা, বাংলাদেশি উন্মাদনার স্বপ্ন দেখা তো সহজ, কিন্তু বাস্তবতা অনেক কঠিন! নিজেদের সমস্যা সমাধান না করে অন্যদের দিকে আঙুল তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত। আরাকান বাহিনী ইতিমধ্যেই কক্সবাজারের দিকে নজর দিয়েছে, এখন সময় নিজেকে রক্ষা করার, অন্যের জমি দখলের স্বপ্ন দেখার নয়। বাস্তবতা মেনে নিক বাংলাদেশ।

কনকনে ঠান্ডা শহর ও শহরতলিতে

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ অবশেষে জাঁকিয়ে শীতের পরশ পেল কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গই। উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে তাপমাত্রা হ্রাসও হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। ঠান্ডা কাঁপছে গ্রাম বাংলা। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক বাতাস ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে। এর প্রভাবেই বিভিন্ন জেলায় রাতের তাপমাত্রা থাকছে স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে। রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। এই জেলাগুলি হল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম। আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক।

গোয়েন্দা বিভাগের উদ্যোগে হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন আসল মালিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১৩ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের ফিরে পাওয়া প্রকল্পে গোয়েন্দা বিভাগের উদ্যোগে ১১২টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হয় আসল মালিকদের হাতে। গত কয়েক মাসে বিভিন্ন ঘটনায় মিসিং হয়ে গিয়েছিল এইসব মোবাইল ফোন। উদ্ধার করে সেগুলো যাচাইয়ের পর এদিন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন দুপুরে হাওড়ার ডিডি অফিস চত্বরে ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার, ডিসি হেড কোয়ার্টার শ্যামল সামন্ত, এসিপি ডিডি মৌমিতা দাস (ঘোষ), ওসি সাইবার ক্রাইম প্রসেনজি কাপরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মূলত রাস্তায় বেরিয়ে ফোন হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা আকচারই ঘটে থাকে। এইসব ফোন উদ্ধার করে যাচাইয়ের পর সেই ফোনগুলো পুলিশের তরফ থেকে এদিন তাদের আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রকৃত উপভোক্তাদের আবাস প্লাস তালিকায় নাম তোলার দাবি

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ প্রকৃত উপভোক্তাদের আবাস প্লাস তালিকায় নাম তোলার দাবি সহ একাধিক দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভার উলুবেড়িয়া ১নং শাখার উদ্যোগে শুক্রবার উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিল। সংগঠনের পক্ষ হতে বলা হয় প্রকৃত উপভোক্তারা অনেকেই বাদ পড়েছেন এবং রাজনৈতিক দলের মদতে ধনী লোকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের একাধিক প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি যারা বিডিও অফিসে আবেদন করেছেন তাদের নুন্যতম তদন্ত করে দেখা হচ্ছে না। শুক্রবার বিকেলে উলুবেড়িয়া ওটি রোডের উপর দিয়ে মিছিল সহকারে কৃষক সভা সহ একাধিক গন সংগঠনের সমর্থকরা ডেপুটেশন দিতে আসে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের উলুবেড়িয়া ১নং শাখার সম্পাদক কমরেড গৌতম পুরকাইত, প্রবীণ বামপন্থী নেতা কমরেড নিমাই সর্দার, কমরেড মোজাম মল্লিক, কমরেড সাবির উদ্দিন মোল্লা, কমরেড অপর্ণা পুরকাইত।

জয়নগরে মোয়া হাব এখনো চালু না হওয়ায় হতাশ মোয়া ব্যবসায়ীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১১৩ ডিসেম্বর ঃ ইতালি থেকে প্যাকেজিংয়ের যন্ত্র না আসায় তৈরি হয়েও চালু হতে পারলো না জয়নগরের মোয়া হাব,হতাশ মোয়া ব্যবসায়ীরা।জয়নগরের মোয়ার নাম এখন বিশ্ব জোড়া। তারপর জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পর এই মিষ্টান্নটি আর ও নামজাদা হয়ে উঠেছে।মোয়ার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মোয়া হাব তৈরির কথা ঘোষণা করে ছিলেন।তারপর জয়নগর মজিলপুর পুর এলাকায় মোয়া হাবের জন্য ঘর তৈরির কাজ শুরু করেছিল খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ড। সেই কাজ শেষ হয়ে ও গিয়েছে। কিন্তু উদ্বোধন এখন ও হয়নি। কারণ হিসেবে খাদি বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতালি থেকে প্যাকেজিংয়ের জন্য মেশিন আসতে দেরি হচ্ছে। ফলে দেখা দিয়েছে জটিলতা। খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের প্ল্যানিং বিভাগের আধিকারিক বিশ্বজি সরকার বলেন,'কিছু সমস্যা হয়েছে। তবে তা দ্রুত মেটানোর চেষ্টা করাহচ্ছে।' তবে উদ্বোধন কবে হবে তা নিয়ে স্পষ্ট উত্তর তাদের কাছ থেকে মেলেনি। এ কারণে জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা হতাশ। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পুরসভার ইন্দিরা উদ্যান। সেখানে সাড়ে চার কাঠা জমিতে মোয়া হাব তৈরি করা হয়েছে। দু'কোটি ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রজেক্ট হয়েছে। এর আগে খাদি বোর্ডের কর্তারা জানিয়েছিলেন,চলতি বছরের শীতের আগে মোয়ার হাব চালু হবে। প্রসঙ্গত জয়নগরে হাব তৈরির পরিকল্পনা হয় প্রায় তিন বছর আগে। কিন্তু বারবার জায়গা বদলেরপরিকল্পনা হওয়ায় কাজ থমকে ছিল।প্রথমে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও তৎকালীন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেলের উদ্যোগে পৌরসভার মিত্রগঞ্জ হাটে জায়গা দেখা হয়ে ছিল। কিন্তু সেই জায়গা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল খাদি বোর্ড। ফলে কাজ পিছিয়ে যায়। এরপর পুরসভায় কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। চেয়ারম্যান তৃনমূল কংগ্রেসের সুকুমার হালদার হাব তৈরির জন্য তিন নম্বর ওয়ার্ডে জায়গা চিহ্নিত করেন। গত জানুয়ারি মাস থেকে কাজ শুরু হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী জয়নগরের বহড়ু হাইস্কুল মাঠে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে এসে মোয়া হাবের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন। সেই হাবের এক তলায় হবে কমন ফেসিলিটি সেংটার। জানা গিয়েছে, পানীয় জলের সংযোগ হয়ে গিয়েছে।বিদ্যুত সংযোগ হয়েগেছে। শুধু প্যাকেজিং মেশিন নেই বলে উদ্বোধন হচ্ছে না। বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস বলেন, মেশিন এলেই দ্রুত কাজ শেষ করে উন্নত প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে মোয়া রপ্তানি করা যাবে।কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে কিন্তু হাব চালু হচ্ছে না।চাই দ্রুত চালু হোক। জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস,রাজেশ দাস, তিলক কয়ালরা বলেন,এই মোয়া হাব দ্রুত চালু হলেআমাদের মতন ব্যবসায়ী দের কাজে লাগতো।মোয়া আরও উন্নততর হতো। তাই দ্রুত এই মোয়া হাব চালু হোক এই আশা রাখছি।জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন,খাদি বোর্ড থেকে আমাদের কাছে জায়গা চাওয়া হয়েছিল।সেই মতো আমরা জায়গা দিয়েছি। ঘর, আলো, জল সবই প্রস্তুত আছে।কিন্তু এখনো কেন চালু করা হলো না সে ব্যাপারে খাদি বোর্ড আমাদের কিছু জানায় নি।জানায়নি কবে তাঁরা চালু করবে। দ্রুত এই জয়নগরের মোয়া হাব তৈরি হলে মোয়া ব্যবসায়ীরা উপকৃত হত।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **17.12.2024 তারিখে দুপুর 3:30 থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **24.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃন্ময় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আন্দোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-7113023**

শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা – জগৎবল্লভপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30703280, GL34065702, GL30520394, GL32383072, GL29225173.
শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুড় জিএল, তালুকা -ডোমজুড়
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32574970, GL30502618, GL23924440, GL33305764, GL32585545, GL28493630, GL33322493.
শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31827801, GL29142833, GL30698761, GL23413073, GL30653159, GL30550296, GL30561460, GL32449739, GL30517034, GL32422764, GL30504857, GL30431235, GL30429116, GL30427948, GL31204381, GL23133391, GL27561377, GL29407764, GL31403645, GL31404120, GL30755765, GL31354177, GL23476181, GL23666528, GL22513423, GL31164401, GL22742485, GL28414948, GL27965255, GL26536109, GL30521792, GL32439337, GL30451118, GL32289358, GL31416126, GL31416245, GL33203046, GL30153400, GL27658100, GL28430239.
শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30719940, GL25003118, GL31597994, GL32478333, GL33157941, GL30519086, GL30444875, GL31222136, GL27842652, GL30740390, GL31813025, GL32588785, GL32495184, GL32500099, GL30521615, GL28129966, GL27865134.
শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23790675, GL30666588, GL30645384, GL32538939, GL23553389, GL23410563, GL23342065, GL30499298, GL30470581, GL30442565, GL30929337, GL33586584, GL33562842, GL33504597, GL32459633, GL33440371, GL33378591, GL29431512, GL33107086, GL29556780, GL30685170, GL32624949, GL32553040, GL26229265, GL29466224, GL30511823, GL33567343, GL33512801, GL32472446, GL33461270, GL29448572, GL33119959.
শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32712449, GL32710048, GL30704018, GL30632768, GL31826878, GL32577959, GL32541359, GL30555119, GL34308639, GL31661410, GL31125447, GL27946197, GL30660561, GL31675380, GL31141952, GL27961234.
শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা-উলুবেড়িয়া-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30754992, GL31774723, GL24079958, GL30606687, GL30604837, GL30588240, GL30535358, GL23320511, GL30519158, GL30518522, GL30494928, GL30458125, GL30425431, GL30530087, GL30409143, GL30614016, GL30650027, GL23280647, GL23705256, GL33391073, GL29538993, GL33367512, GL33337233, GL22804893, GL32451377, GL33073206, GL29261791, GL27974749, GL30758578, GL26632252, GL30628278, GL30628335, GL33867991, GL29512070, GL30521840, GL31037276, GL30521393, GL30513892, GL33202638, GL30451377, GL30422423, GL29546326, GL33372386, GL33351751, GL33156693, GL33064376, GL32471993, GL33086403, GL29277891, GL27993721.
শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30747795, GL23577517, GL24486179, GL30703916, GL25060462, GL27294642, GL30645686, GL26023798, GL30571785, GL30588691, GL32505187, GL23353175, GL30549437, GL31816309, GL24980889, GL32359150, GL23247541, GL23201190, GL34298313, GL24069239, GL30762572, GL33255254, GL28339086, GL30599175, GL32526219, GL26779927, GL32419307, GL29161984, GL34319406, GL33302346, GL26073668.
শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32624272, GL25377229, GL34058802, GL32329290, GL32184484, GL32345131, GL32197836.
শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30736632, GL30734486, GL23464486, GL30707875, GL23388559, GL30574104, GL23627158, GL30525991, GL25444271, GL30515962, GL34168241, GL23272202, GL23260842, GL33010928, GL29866980, GL31947993, GL33532903, GL31502437, GL33419896, GL33419442, GL33243569, GL33037189, GL29371560, GL34285162, GL25667037, GL29890638, GL30521848, GL26929702, GL33016935, GL33541766, GL31516425, GL33430283, GL33432705, GL33266678, GL33055323.
শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30737943, GL30726440, GL23445606, GL30696140, GL31790540, GL32571506, GL30639184, GL30642983, GL32512587, GL23477517, GL23334825, GL23336305, GL30516905, GL32416961, GL32353224, GL32296797, GL32186755, GL22794565, GL33531669, GL22765159, GL22893312, GL29507340, GL29467375, GL33251742, GL29420896, GL33154945, GL23833738, GL28497075, GL28386813, GL30739273, GL31797660, GL32587932, GL30658103, GL32528811, GL32513408, GL30521294, GL32441323, GL32312596, GL32193976, GL33541406, GL26837980, GL33266152, GL25712658, GL26005056, GL25359640, GL28771779, GL33102456.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 14.12.2024
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪ সংখ্যা, শনিবার, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

তাইওয়ান

সম্পাদকীয়

চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। ব্রিটেন চিনের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অহেতুক মাথা গলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান তাদের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ নিজেদের চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই সব অঞ্চল দখল করে রেখেছে। চিনের শাসনের কাছে এরা কোনও সময়ে মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে তাইওয়ান এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে কোনও সময়ে চিন তাদের জমি দখল করে নিতে পারে। লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও। এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তাইওয়ানর বিদেশ মন্ত্রী। যার জেরে আরও একবার প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি চিনের আগ্রাসী নীতির দিকে সরাসরি আঙুল উঠল। চিনের চোখ রাঙানির শিকার হচ্ছে তাইওয়ান। চিন চাইছে তার প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় চিন। চিন বুঝতে পেরেছে আগামী দিনে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকা তার বিরুদ্ধে থাকবে। সেখানে ব্যবসা করার একেবারে মুশকিল। সেই কারণে চিন এখন গোটা এশিয়ার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে চিন তার আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এই সব রাষ্ট্রে বাজারগুলো দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র চিনা পণ্য বয়কট করা ডাক দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াও চিনা পণ্য বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে চিন এখন মরিয়া হয়ে গিয়েছে। চিনা তাদের আর্থিক অবস্থা স্থির রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যদিও আগামী দিনে চিনা পণ্য বিক্রি করা খুবই কঠিন হবে। হংকংবাসীরা চিনকে পরিহার করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে স্বায়ত্বশাসন ফেরানোর দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। আন্দোলনরত নাগরিকদের ওপরে চিনের দমন নীতি শুরু হয় গিয়েছে। নয়া নিরাপত্তা আইনে একের পর এক গ্রেফতার করা হচ্ছে। প্রতিবাদীদের জোর করে মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে চিন। ঠিক যেমনভাবে তিব্বতের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। চিন চাইছে তাইওয়ান, চিন সাগর থেকে শুরু করে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত তার দখলে থাক। যার জন্য তারা এখন ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল অধিকার করে রেখে দিয়েছে। লাদাখে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটি চিন দখল করে রেখে দিয়েছে। সেখান থেকে তাদের ছাউনি সরাই নি। নেপালের ওলি সরকার বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবমাননামূলক মন্তব্য করছে ভারতের সংবাদ চ্যানেলগুলো। সেই কারণে নেপালে ভারতীয় সংবাদ চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নেপাল সরকার যে তিন অঞ্চলকে তাদের বলে মানচিত্রে প্রকাশ করতে চলেছে তা নিয়ে প্রতিবাদ করেছে ভারত সরকার।

ফিরছে কী নাৎসিবাদ?

জার্মানদের আগে নাৎসি বলে গায়ে দাগ দিয়েছিল রাশিয়া। এমনকী রুশ কমিউনিস্টরা সারা বিশ্ব জুড়ে জার্মান নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করে। রাশিয়া বিজয় উৎসব পালন করছে নাৎসিবাদের পরাজয়কে সমানে রেখে। এবারে গোটা ইউরোপ নাৎসি বাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা রাশিয়াকে এখন নয়া নাৎসি বলে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়ার বর্তমান আচরণ নাৎসিদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয় সেটাই প্রচার করছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নাৎসি নেতা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে হিটলারকে নাৎসি নেতা বলে গ্রহণ করেছিল রাশিয়া। তারা জার্মান দেশের অর্ধেক দখল করে নিয়ে ছিল শুধু মাত্র নাৎসিবাদকে সমানে রেখে। পূর্ব জার্মানকে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শোষন যন্ত্রে ফেলে পিষতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো ছিল পশ্চিম জার্মানদের। পশ্চিম জার্মান আমেরিকার দখলে চলে যাওয়ার ফলে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই পুরানো রুশ প্রভাবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রভাবকে সারা বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে আবার তার পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস কখনও ফিরে আসে না। ইতিহাসকে ফেরানো যায় না সেটা বুঝতে হবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার পুতিন হচ্ছেন নয়া নাৎসিবাদের নেতা। তিনি এখন চেষ্টা করছেন আগের মতো রুশ প্রভাবকে গোটা বিশ্বে প্রসারিত করতে। সেটা কিন্তু আর হবে না। ইতিহাস কখনও ফিরে আসে না। ইতিহাস তার পথ পরিবর্তন করে না। সব সময়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে সভ্যতা। যারাই সভ্যতাকে বা যুগের তাগিদকে অস্বীকার করেছে তাদেরই পতন হয়েছে। জেলেনস্কি সেই কথাই বলতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়া বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একজন হত্যাকারী। তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়। যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করা উচিত। গোটা ইউরোপ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধপরাধী বলে গণ্য করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কিন্তু পুতিনকে রেহাই দেবে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে. আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়,কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না সরল ব্যাক্তি উদ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মত। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক বড় এবং উচ্চ হয়ে.নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো।

দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের ১৮ বছরের তারুণ্যের শক্তির কথা নিয়ে আগেই কবিতা লিখেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রকুমার শীল

সংবাদপত্রে খবরটা দেখেই মনটা একেবারে পুলকিত হয়ে গেল। মনে পড়ল কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন। সেই কবিতার নাম হচ্ছে 'আঠারো বছর বয়স'। কবি সুকান্ত বহু বছর আগে লিখে গিয়েছেন এই কবিতাটি। আজকে সেই কবিতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আঠারো বছর হচ্ছে একেবারে তরতাজা বয়স। এই বয়ই সব কিছুকে জয় করার এটা উগ্র নেশা জাগ্রত হয়। সেটা কিশোর কবি সুকান্ত অনুভব করতে পেরেছিলেন। সেই অনুভূতির দিয়ে তিনি লিখেছিলেন ,'' এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয় / পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে, /এ বয়সে তাই সেই কোনো সংশয়-/ এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'। কবি আঠারোকে দেশের বুকে নামিয়ে নিয়ে আসতে বলেছেন। তিনি জানেন আঠারো বয়স কোনও সময়ে পরাজিতকে সহজে বরণ করে নেয় না। জেতাই হচ্ছে আঠারোর প্রধান লক্ষ্য। কবি আবারও লক্ষ্য করেছেন যে আঠারো বছর বয়স কত সংগ্রাম করে জয়কে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কবি লিখছেন, ' আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর /তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা, /এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর/ এ বয়স কানে আসে কত যন্ত্রণা'। সংগ্রাম করে তবেই জয়ের পথকে তৈরি করতে হয় সেই মন্ত্রটা জানে আঠারো বছর বয়স। সেই কারণে কবি এই বয়সকে সংগ্রামের সময় বলে গণ্য করেছেন। আবার কবি বলছেন, এ বয়স জানে রক্তদানের পূণ্য /বাস্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,/ প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলটা থাকে শূন্য /সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'। কবি সুকান্ত সংগ্রামী কবি বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি সংগ্রামী কর্মীও ছিলেন। সারা জীবন ধরে তিনি সংগ্রামকে পচ্ছন্দ করেছেন। তিনি জানতেন সংগ্রাম করা ছাড়া বাঁচার আর কোনও পথ খোলা নেই। বিশ্বের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। সেই বাঁচার মন্ত্রটাকে অর্জন করে আঠারো বছর বয়স। তারা ভয়ে পথ ত্যাগ করে না। আসলে কবি সুকান্ত এবং কবি নজরুল হচ্ছেন সংগ্রামী কবি। তারা সংগ্রামকে পাথেয় করে নিয়েছেন বলেই তাদের কবিতার মধ্যে সংগ্রামের সুর শুনতে পাওয়া যায়। আজকে যে ভারতের একটি আঠারো বছর বয়সের ছেলে দাবায় বিশ্ব জয় করলো সেটা ভারতের কম পাওয়া নয়। ২০০০ সালে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বিশ্বনাথ আনন্দ। প্রায় এগারো বছর আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভারতের বিশ্বনাথ আনন্দ ম্যাগনাস কার্লসেনের সঙ্গে। সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাত বছরের একটি শিশু। তার চোখে মুখে বিশ্ব খেতাব জয়ের স্বপ্ন ঘোরা ফেরা করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে কার্লসেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শিরোপা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন সেই সাত বছরের শিশুটি মনে মনে শপথ গ্রহণ করেছিল যে বিশ্ব খেতাব সে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে নিজের দেশে। বহস্পতিবার ছিল ভারতের বিশ্ব জয়ের দিন। এই দিনটি ভারতের একটি আঠারো বছর বয়সের তরুণ বাংলার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাকে সম্মানিত করে দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শিরোপা ছিনিয়ে নিল। চিনের দখলে থাকা দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে ভারতের ফিরিয়ে নিয়ে আসার যে মানসিক শক্তি লড়াই করে চলেছিলেন গুকেশ। চিনের দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেন কম দক্ষ খেলোয়াড় নন। তিনিও সমানভাবে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর চালের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিলেন গুকেশ। সবাই গুকেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সবাই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ চিনের খেলোয়াড় লিরেন খুবই শক্তিশালী খেলোয়াড়। তিনি সহজে চাল ভুল করেন না। তবে এবারের খেলায় প্রায় অধিকাংশ খেলাই ছিল ড্র। যার ফলে উভয় খেলোয়াড় খুবই মানসিক চাপে ছিল। কিছুতেই সিদ্ধান্ত হচ্ছিল না বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কার কপালে লেখা রবে। ১৪ তম খেলায় খেলতে নেমে লিরেনের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি ড্র করার জন্য খেলতে নেমেছেন। যত গেম ড্র করা যাবে ততই গুলেশের ওপরে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সেই দিকে তাকিয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেন। দুই জনের পয়েন্ট ছিল ৬.৫। গেমটাকে ড্র করতে পারলে দুই জনের পয়েন্ট হবে ৭। তখন ফয়সালার জন্য যেতে হবে টাই ব্রেকারে। কিন্তু গুকেশ ধৈর্য হারায়নি। মনকে শান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল। যতই ড্র হচ্ছিল ততই মন শক্ত হতে থাকে। শান্ত করার মন্ত্র আয়ত্ত করতে শিখে ছিলেন গুকেশ। বিশ্বনাথ

আনন্দের গুরুমন্ত্রই গুকেশকে লড়াইর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বনাথ আনন্দ তাকে বলেছিলেন, আগের খেলায় কী ফলাফল হয়েছে তার দিকে তাকানোর কোনও দরকার নেই। তার দিকে ফিরে তাকাতেও হবে না। উপস্থিত খেলাকে নিজের পক্ষে কী করে আনা যেতে পারে তার কথাই ভাবতে হবে। বর্তমান খেলাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার একটি তীব্র আকাঙ্খা বা ক্ষুধা সৃষ্টি করতে হবে। সেই মন্ত্রটাই কাজ দিয়েছিল। গুকেশকে এগিয়ে চলার সাহস দিয়েছিল। মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েনি।

১৪ তম গেমে ৫৫ নম্বর চালে ভুল করে ফেলল ডিং লিরেন। গুকেশকে চাপে রাখতে গিয়ে নিজেই ভুল করে ফেললেন। সুযোগ হাতছাড়া করলেন না গুকেশ। সেই সুযোগে গেমটাকে নিজের অনুকূলে নিয়ে এসে ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে গেলেন গুকেশ। বিশ্ব সেরা তাজকে নিশ্চিত করে ফেললেন তিনি। এই রকম ভুল আগে কোনও দিন করেননি লিরেন। হয়তো তিনি ক্লান্ত ছিলেন যা আগের দিন নিজের মুখে ব্যক্ত করেছিলেন। খেলা চালাকালীন গুকেশের বাবা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না। তিনি হাঁটা চলা করতে শুরু করেছিলেন। পায়চারি দিচ্ছিলেন। ছেলে কী করে তার অপেক্ষায় উত্তেজিত হলেও তা প্রকাশ পায়নি। তিনি অত্যন্ত ধীর এবং স্থির হয়ে পায়চারি করতে শুরু করেন। তাঁর মনে এত চাপ ছিল যে তিনি কারোর সঙ্গে বেশি কথাও পর্যন্ত বলছিলেন না। চিনের খেলোয়াড় লিরেন যখন ভুল চালটা দিল তা দেখে তিনিও চমকে উঠেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এবারে ছেলে সেই প্রতিপক্ষের ভুল চালের যোগ্য জবাব দেবে। যোগ্য জবাব দিতে বেশি দেরি করেননি গুকেশ। লিরেনের ভুল চালটা দেখেই কেঁদে ফেলেছিলেন গুকেশ। গেম জিতে গাড়িতে ওঠার সময়ে বাবাকে দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন গুকেশ। ভিশির হাত ধরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল ভারত। বিশ্বনাথ আনন্দ দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে বারবার ভারতের খেলোয়াড়রা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। এই মুহূর্তে প্রথম কুড়ি জন খেলোয়াড়দের মধ্যে আনন্দ ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি ও প্রজ্ঞানন্দ। বাকি দুইজন কম যায় না। প্রজ্ঞা বেশ কয়েকবার কার্লসেনকে হারিয়ে দিয়েছিল। অর্জুন আনন্দের পরে ২৮০০ এলো রেটিংয়ের গণ্ডি পেরিয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। গুকেশ ছাড়াও বিশ্ব দাবায় নজির সৃষ্টি করতে একাধিক তরুণ খেলোয়াড় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তারাও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইতে নিজেদের অন্যতম সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবে। ফলে ভারতে এখন দাবার যুগ এসে পড়েছে। দাবায় ভারত এর তরুণ খেলায়াড়রা মানসিক শক্তি অর্জন করে বিশ্ব দাবায় অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে শুরু করেছে। গুকেশের বিশ্ব জয় বহু দাবাড়ু খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। এবারে দাবা অলিম্পিয়াডে ভারত প্রথম বার ছেলে এবং মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এখন এটা বলা যেতেই পারে যে বিশ্ব দাবায় ভারত আবার রাজ করতে শুরু করেছে। গুকেশের জয়ের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল কবি নজরুলের একটি কবিতার লাইনের কথা। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার লাইন। 'উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর ! /আমি মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর ! বল বীর- / আমি চির -উন্নত শির।' কবি নজরুল সব সময়ে তরুণদের পক্ষে ছিলেন। তিনি তরুণ শক্তির ওপরে ভরসা রাখতেন। কবি বিশ্বাস করতেন একমাত্র তরুণরাই ভারতের সম্মানকে উঁচুতে তুলে ধরতে পারবে। সেই কারণে বারবার তিনি তরুণ শক্তিকে জাগরিত করার জন্য সঙ্গীত থেকে শুরু করে কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। কবি সুকান্ত যেরকম তরুণদের ওপরে অগাধ বিশ্বাস ছিল ঠিক সেই রকম কবি নজরুলেরও তরুণদের ওপরে আস্থা রাখতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তরুণ শক্তির ওপরে বিশ্বাস পোষন করতেন। তিনি তরুণ বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। বিপ্লবী অরবিন্দকে নিয়ে লিখেছেন কবিতা। বাংলার তরুণ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কবিগুরু একটি বিশ্বাস ছিল। স্বদেশ প্রেমই পারে ভারত মাতার সম্মানকে রক্ষা করতে। যে ভারত মাতা এক সময়ে পরাধীন ছিল তাকে স্বাধীন করতে গিয়ে কত প্রাণ হলো বলিদান তার সঠিক তথ্য নেই। তবুও বলা যেতে পারে স্বাধীন ভারত গড়তে বহু তরুণরা প্রাণ দান করে। গুকেশ স্বাধীন ভারতের নাগরিক। তাঁর সময়ে চিন দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে ভারতের পক্ষে নিয়ে আসাটা কম লড়াই নয়। বেশ শক্তিশালী লড়াই বলা যেতে পারে। কেউই এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। কিন্তু গুকেশ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। বারবার গেম ড্র হতে শুরু করেছে। উৎকণ্ঠা তৈরি হচ্ছে। সেই উৎকণ্ঠার মধ্যে মানসিক শান্তিতে নিজেকে রাখা কম কথা নয়। মাত্র একটি ছোট ভুলের জন্য আবার বিশ্ব খেতাব চিনের দখলে চলে যেতে পারতো। কিন্তু এবারে তা হল না। এবারে চিনকে ভারতের দখলীকৃত সীমান্ত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার মতো দাবার চ্যাম্পিয়ন খেতাবটাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে হল। চিনের প্রাচীর ভেদ করে যে জয় করাটা কোনও কঠিন ব্যাপার নয় যেটাই প্রমাণ করে দিল গুকেশ। দুর্ভেদ্য চিনের প্রাচীর। তাকে অতিক্রম করে চিনকে দখল কারাটা একেবারে অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করলো গুকেশ। অস্ত্র দিয়ে নয়, দাবার বোড়ে, মন্ত্রী, গজ, নৌকা চাল দিয়ে চিনকে পরাজিত করলো গুকেশ। ভারত থেকে দাবা খেলার উৎপত্তি। সেই দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব বহুকাল ধরে বিদেশের দখলে। এবারে ভারতে এলো। 'আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।' কবি নজরুলের এই মন্ত্র এখন ভারতের সর্বত্র উচ্চারিত হতে শুরু করে দিয়েছে। 'আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।' বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ যে পথ সৃষ্টি করে গেল সেই পথ ধরে পরবর্তী ভারতের প্রতিভাবান দাবাড়ুরা নিশ্চয় চলা শুরু করবে এটা আশা করাই যেতে পারে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে আর এক প্রতিভাবান দাবাড়ু প্রজ্ঞানন্দ। ১৮ বছর বয়সে ১৮ তম দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন গুকেশ। এবারে গুকেশ কার্লসেন পর্যায়ে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। গুকেশ বলেছেন যে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেলায় ম্যাগনেসের সঙ্গে খেলতে পারলে খুশি হতেন। কার্লসেনের মতো একচ্ছত্র দাবা সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন গুকেশ। আবার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার দ্বারস্থ হতে হল-'' আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ /স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি, /আঠারো বছর বয়সেই অহরহ /বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি''।

নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত ভারতীয় চিকিৎসক-বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সরকারি মতে ৭ জুন, ১৮৭৫ সালে। আর তিনি স্বয়ং বলতেন যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ সালে। বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। তবে সবাই তাঁর মতে বিশ্বাসী হয়ে জন্মদিনটা পালন করে সর্বত্র। এবারে তিনি দেড়শো বছর পার করলেন। চলে আসি ১৯৩৬ সালে যখন ভারতের মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশন শুরু হতে চলেছে ২ থেকে ৪ জানুয়ারি। বিজ্ঞান বিভাগে দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ও ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাণী চিকিৎসা, শরীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান। সারা দেশ থেকে ৩২০ জন প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হয়েছেন। অধিবেশন উদ্বোধন করলেন ইন্দোরের মহারাজ। তিনি বললেন, ভারতের প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। এই অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা রাখলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন একজন বাঙালি প্রথিতযশা চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি ভারতের চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্য তো রেখেছিলেনই তার সঙ্গে তিনি খাদ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার এই সুদীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত শ্রোতার উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি তারপরে বললেন যে কালাজ্বর একটি ভয়ঙ্কর রোগ। বিশেষ করে ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। এক সময় অ্যান্টিমনি নিষিদ্ধ হয়ে গেছিল, এতটাই যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকেরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে তারা কোনওদিন অ্যান্টিমনি ব্যবহার করবে না। কিন্তু এখন দেখা গেল কালাজ্বরের এটাই প্রধান ওষুধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে কালাজ্বর দেখা দিয়েছিল সেখানে এই ওষুধ ব্যবহার করার ফলে কালাজ্বর কমে এসেছিল ১ বা ২ সাধারণভাবে। কোনও সন্দেহ নেই কালাজ্বর চিকিৎসায় ডাক্তার রজার্স কুইনাইন এবং টারটার এমেটিক এর অতিরিক্ত ডোজ প্রয়োগ করেছিলেন এদেশে। বর্তমান বক্তা এই রোগের চিকিৎসায় খুবই শীঘ্রই ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন সোডিয়াম অ্যান্টিমনিল ট্রারট্রেট। ফলে টারটার এমেটিক এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। এই রোগের পরবর্তী ধাপের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ধাতব অ্যান্টিমনিকে ক্ষুদ্র কণাতে পরিবর্তন করে রোগীর শিয়ার প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করলেন তার ফলে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গেল। পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পাওয়া গেল যে অ্যান্টিমনির কনাগুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যেখানে কালাজ্বরের পরজীবীগুলি অবস্থান করছে সেখানে প্রবেশ করছে। কালজ্বরের পরজীবীদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছে কনাগুলি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে শুরু করেছে পরজীবীগুলি। অ্যান্টিমনি জৈব যৌগের ফলে ভারত থেকে কালাজ্বর পালাতে শুরু করলো। ১৯২০ সলে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে এই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে শুরু করে। ১৯২১ সালের প্রথম দিকে বক্তা আবিস্কার করে ফেললেন ইউরিয়া অ্যান্টিমনি যোগ। এই আবিস্কার অ্যান্টিমনিয়াল যৌগ সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণাগুলিকে ভারতে এই রোগের চিকিৎসায় একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এই ইউরিয়ার যৌগটির নাম হল 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'। কলকাতার শিয়ালদহ এর নিকটে ক্যাম্পবেল হাসপাতাল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যেখানে গবেষনা করা হয়েছিল সেই ঘরটি আজও রয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে গবেষণাগারের সমস্ত চিহ্নই উধাও হয়ে গিয়েছে। বক্তা আবিস্কার থেকে শুরু করে বক্তব্য পেশের সময় ধরলে ১৫ বছর কেটে গেছে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল। অত্যন্ত সুখের কথা যে আজকে

ভারতে কালাজ্বরের প্রধান চিকিৎসা হল ইউরিয়া স্টিবামাইন এবং এই রোগের শক্তিশালী প্রতিষেধকও বটে। এই চিকিৎসাই অসংখ্য রোগীর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম। আসামে যেখানে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৯৯ জন মারা যেত সেখনে ১৯২৩ সালে ৩২৮৫৯১ জনকে এই চিকিৎসা করার ফলে জীবন রক্ষা পেয়েছে ৩২৫০০০ জনের। কালজ্বরের চিকিৎসা রোগী স্বাভাবিক হলেও চামৈড়ার লিসম্যানয়েড এর চিকিৎসা সন্তোষজনক নয়। কালাজ্বর নামক একটি রোগের ওষুধ আবিস্কারক বক্তার নাম হল উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর বাবা ছিলেন নীলমণি ব্রহ্মচারী। তিনিও একজন চিকিৎসক ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁকে রোগীরা ধন্বন্তরী ডাক্তার বলে জানতা। মাতার নাম ছিল সৌরভসুন্দরী দেবী। ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারীদের আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের পূর্বস্থলী গঙ্গার ধারে। নীলমণিরা তিন ভাই- দাদা অক্ষয়কুমার চুঁচুড়াতে ওকালতি করতেন। ছোট ভাইয়ের নাম মধুসূদন। বংশের ইতিহাস থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর দাদার ছেলে গোপাল দীক্ষান্তে মুখোপাধায় পদবী ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী উপাধি ধারন করেছিলেন। সেই বংশের অষ্টম বংশধর হচ্ছেন ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারী। চিকিৎসা বিজ্ঞান রক্তের মধ্যে ছিল। তারই স্ফুরণ দেখতে পাওয়া গেল উপেন্দ্রনাথের মধ্যে। নীলমণি ব্রহ্মচারীর চার ছেলে কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। চারজনের নাম শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ এবং ভবতারণ। উপেন্দ্রনাথ জামালপুর ইস্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। প্রথমে আর্টস বিভাগ থেকে পড়াশুনা করে বিএ পাশ করে ১৮৯৩ সালে তিনি হুগলি কলেজ থেকে গণিত এবং রসায়নে অনার্স নিয়ে পাশ করলেন। গণিতে তিনি প্রথম হয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন 'থোয়েটস পদক'। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না গণিতকে গ্রহণ করবেন না রসায়নকে গ্রহণ করবেন। বাবার মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা ফলে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হলেন পাশাপাশি তিনি আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি লাভ করলেন রসায়ন বিদ্যায় এম.এ ডিগ্রি। প্রথম শ্রেণি লাভ করলেন। পেয়েছিলেন বিশ্ববিগ্যালয়ের পদক। সেই সময়ে তিনি দুইজন শিক্ষককে পেয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন আলেকজান্ডার পেডলার এবং অন্যজন হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই শিক্ষকদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল.এম.এস পাশ করেন তারপরে বছর তিনি এম. বি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি মেডিসিন এবং সার্জারিতে প্রথম হয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন গুডিভ পদক এবং ম্যাকলয়েড পদক। ১৯০২ সলে তিনি এম.ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। উপেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে এলএমএস পাশ করেই প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি স্যার জেরাল্ড বোমফোর্ডের হাউস ফিজিসিয়ান ছিলেন। ১৯০১ সালে বামফোর্ড তাঁকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য পাঠান। সময়টা ১৯০১ সাল। তিনি প্যাথোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক তো হলেনই তার সঙ্গে হলেন হাসপাতালের চিকিৎসকও। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপার ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার রবার্ট নীল ক্যাম্ববেল। প্রথমে বোমফোর্ড এবং পরে ক্যাম্পবেলের উৎসাহে তাঁর কাছে গবেষণার দ্বার খুলে গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে তিনি ক্যাম্পবেল হাসপাতাল বর্তমানে নীলরতন মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। এবং তিনি ছিলেন ফার্স্ট ফিজিসিয়ান। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি মেডিকেল কলেজ চিকিৎসক হিসাবে যোগদান করেন। কালাজ্বর নামে রোগটি ইতিহাসের বহু দিন হলেও তার চরিত্র এবং স্বরূপ ধরা পড়ে বিশং শতাব্দীতে। কালাজ্বরের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করেছিল বাংলাদেশ, আসাম, বিহার, উড়িশা, মাদ্রাজ এবং খানিকটা বার্মাতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বর্ধমানে এর নম ছিল 'বর্ধমান জ্বর' এবং দমদমে এর নাম ছিল 'দমদম জ্বর'। এক সময়ে রোগীর রক্ত থেকে পরজীবীও আবিস্কার হয়ে গেল। কুইনাইন খাইয়ে রোগের চিকিৎসা চলাতে শুরু করলেন। তার ফলে কালাজ্বর বন্ধ হতে থাকে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল রোগীরা রোগ ভালো হলেই চিকিৎসা করানো বন্ধ করে দিচ্ছে। তার ফলে বিপদ এসে আবার উপস্থিত হতে থাকে। উপেন্দ্রনাথ এমন চিকিৎসা করার উপায় বের করার সুযোগ খুঁজছিলেন যে একবার ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগীর শরীরে আর কোনও কালাজ্বরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছোট ঘরে বসে দিনরাত গবেষণা করতে শুরু করেছিলেন। ১৯১৯ সলে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিল যাতে তিনি এই রোগের চিকিৎসায় এগিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি খুব শীঘ্রই আবিস্কার করে ফেললেন 'প্যারা-অ্যামাইনোফিনাইল স্টিবিনিক অ্যাসিড'। এই যৌগটি ভবিষ্যতে কালাজ্বর চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২২ সালে তিনি 'দ্য ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল রিসার্চ পত্রিকা'য় উপেন্দ্রনাথ আটজন রোগীকে ইউরিয়া স্টিবামাইন দিয়ে চিকিৎসার সুফলের কথা লিখলেন। ক্যাম্পবেলের রোগীদের ওপরে এই ওষুধ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তার ফলে কালাজ্বরের রোগের প্রকোপ কমতে শুরু করলো। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে যারা কালাজ্বর নিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করেছিলেন তার এই ওষুদের সম্পর্কে উচ্চাশা প্রশাংসা করলেন। কালাজ্বর দেখা দিত গায়ের চামড়ায় এক রকম গুটি যা কালাজ্বরের অংশ বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯১৩ সলে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে ১৯১৯ সালে নোবেল কমিটির কাছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুই নোবেল পুরস্কার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান 'নেচার' পত্রিকাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়-With the death on February 6 of Sir Upendranath Brahmachari, India lost one of her most distinguished medical scientists (তথ্যসূত্র ঃ 'উনিশ শতকের কয়েকজন বাঙালি গবেষক-চিকিৎসক', ডাক্তর শঙ্কর কুমার নাথ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ)

পাচার হওয়ার আগেই উদ্ধার বিরল প্রজাতির শিকারী বাজ পাখিঃ ধৃত ১

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর ঃ পাচার হওয়ার আগেই উদ্ধার হল বিরল প্রজাতির শিকারী বাজ পাখি। আরপিএফের তৎপরতায় বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার এক পাচারকারী। ধৃতের নাম মহম্মদ সোনু, সে বিহারের পাটনার চিড়িয়া মহল্লার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি পেরিগ্রিন ফ্যালকন প্রজাতির পাখি। শুক্রবার উদ্ধার হওয়া চারটি বাজ পাখি ও ধৃতকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয় আরপিএফ। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৫.১০মিনিটে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে বিহারের পাটনা থেকে ডাউন রাজেন্দ্র নগর এক্সপ্রেস। সেই সময় প্ল্যাটফর্মে নজরদারি চালানোর সময় এক ব্যক্তিকে দু হাতে দুটি নাইলনের ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে দেখে আরপিএফ আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। তারা তল্লাশি করতেই ব্যাগের ভিতর থেকে দুটি খাঁচায় মোট চারটি বাজ পাখি চোখ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তারপরই মহম্মদ সোনু নামে ওই পাচারকারী কে আটকে আরপিএফ পোস্টে আনা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে নেয় যে, পাটনা থেকে পাখি গুলি বর্ধমানে এনে অন্য কারুর কাছে তুলে দেওয়াই তার কাজ ছিল। বন দপ্তরের আধিকারিক কাজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'পাখিগুলোর চোখ ছোট কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ছিলো। যাতে কেউ কিছু দেখতে না পায় তারা। সাধারণত চোখে না দেখলে আওয়াজ করে না পাখিরা। পাখিগুলোর মধ্যে একটি বাচ্চা পাখিও রয়েছে। বাকি গুলো মাঝ বয়সী। এদের ফরেস্টে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে। কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রেখে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।' প্রসঙ্গত, পেরিগ্রিন ফ্যালকন উত্তর আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। মরুভূমি, সমুদ্রতীর, জলাভূমি এবং খরখরে পাহাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। ছোট পাখি থেকে শুরু করে হাঁস পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিকার ধরতে দক্ষ এরা। এই পেরেগ্রিন ফ্যালকনের ওজন প্রায় তিন পাউন্ডের বেশি এবং ১৩ থেকে ২০ ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পেরিগ্রিনের সামনের দিকে বাফ রঙের এবং পিঠে গাঢ় বাদামী। নারী ও পুরুষ চেহারায় অভিন্ন তবে, নারী পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ বড় হতে পারে। শিকার করার সময় এরা ঘণ্টায় ৩২০ কিমি (২০০ মাইল) এর বেশি গতিতে উড়ে যেতে পারে। এই সহজাত প্রবৃত্তির কারণে এই গ্রহের দ্রুততম প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত হয় পেরেগ্রিন ফ্যালকন।

ফরাক্কার বালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে এক জনের ফাঁসি, এক জনের যাবজ্জীবন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দু'মাসের মধ্যে বিচার শেষ করে বৃহস্পতিবারই দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল জঙ্গিপুর আদালত। শুক্রবার রায় ঘোষণা হয়ে গেল। দোষীদের এক জনের ফাঁসি হয়েছে। অন্য জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পাশাপাশি মৃতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুই অভিযুক্ত দীনবন্ধু হালদার এবং শুভজিত হালদারকে দোষী সাব্যস্ত করে শুক্রবার রায় ঘোষণা করে জঙ্গিপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। দীনবন্ধু হালদারের ফাঁসির সাজা হয়। আর শুভজিত হালদারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের ইঙ্গিত মিলেছিল। পাশাপাশি, নির্যাতিতার শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছিল। ময়নাতদন্তে দেখা গেছে, মেঝেতে মাথা ঠেঁতলে খুন করা হয়েছিল নির্যাতিতাকে। তার গলার হাড়ও ভেঙে গিয়েছিল। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গেছে, নাবালিকাকে খুনে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরো, তার পরনের রক্তমাখা পোশাক ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল হাতের ছাপ। দীনবন্ধুর বাড়ির কলপাড়ে দু'টি সিগারেটের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারীরা। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ওই সিগারেট দু'টিতে গাঁজা ভরে খেয়েছিলেন দুই অভিযুক্ত। ওই সিগারেটের নমুনার সঙ্গে নাবালিকার পোশাকে লেগে থাকা বীর্যের নমুনা মিলে গিয়েছিল। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়। ঘটনাচক্রে, ফরাক্কার ঘটনাও ঘটেছিল আরজিকর আন্দোলনের আবহে, গত অক্টোবর মাসেই।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে কলকাতার নিউটাউনে সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি'র ষষ্ঠ সাম্মানিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে জানালেন ভাইস চ্যান্সেলর ফাদার-ডঃ জন ফেলিক্স রাজ মহাশয়। তিনি বলেন সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদার টেরিজা চেয়ার- কে অলংকৃত করবেন প্রফেসর জিনিয়া মিত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাদার টেরিজা'র নামে চেয়ার প্রফেসারের- নামকরণ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চেয়ারে প্রফেসর হিসেবে জিনিয়া মিত্রকে নিয়োগ করা হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর-২০২৪ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য- ডঃ জন ফেলিক্স রাজ জানিয়েছেন, জিনিয়া মিত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা, এছাড়াও তিনি পিস স্টাডিজ নিয়ে গবেষণাও করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি বাড়ানোর জন্য আরও ১০ একরের মতো জমির দরকার। এই জমি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনাও চলছে বলে জানিয়েছেন ডঃ জন ফিলিক্স। তিনি আরও বলেন, ষষ্ঠ সমাবর্তন সমারোহ অনুষ্ঠান মঞ্চে ৮ জন পিএইচডি স্কলার্স সহ ৮৬০ জন স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানিক ডিগ্রী প্রদান করা হবে। তিনি আরো বলেন, সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি'র মহতী সমাবর্তন সমারোহ অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেঘালয় হাইকোর্টের সম্মানীয় প্রধান বিচারপতি আই. পি মুখার্জি। তিনি সমাবর্তনী ভাষণ ছাড়াও স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সাম্মানিক পুরস্কারও তুলে দেবেন। এছাড়াও এই মহতি অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, ভেল্লর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির- প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য জি বিশ্বনাথন মহাশয়। এই সমারোহ মঞ্চে তাকে ডিলিট সম্মানে সম্মানিত করা হবে। তিনি বলেন এই মহতী সমাবর্তন মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতেও পারেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মহাশয়ও। তাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইউনিভার্সিটি তরফ থেকে। এছাড়াও তিনি বলেন, ২০ ডিসেম্বর খ্রিস্টমাস সমারোহ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে সকল শিক্ষার্থী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে। এছাড়াও ভি.সি জন ফেলিক্স বলেন, পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ২০২৫ ও ২০২৬-সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করার জন্য নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় চালু করার চিন্তাভাবনাও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের , যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এ আই) কম্পিউটার সাইন্স, এল এল এম, বি টেক, বিএসসি, স্ট্যাটিস্টিক সহ বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন পরবর্তী শিক্ষা বর্ষে ২০২৫ ও ২০২৬-সালের ছাত্রছাত্রীরা। তিনি এও বলেন, ইউনিভার্সিটি পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নিকট আবেদন জানানো হবে যাতে সরকার কিছু সরকারি জমি প্রদান করেন, ইউনিভার্সিটি শিক্ষা পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য তিনি আরো কি কি বলেন সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটির ভবিষ্যক উন্নতির জন্য, জেনে নিন আমাদের সমাচারে।

খুনের আসামীর যাবজ্জীবন শাস্তি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর ঃ অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রেমিকার স্বামীকে খুনের অভিযোগে এক ব্যাক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালত। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গেছে ২০১৭ সালে ৪ অক্টোবর পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার অন্তর্গত নন্দনপুর ঢালের কাছে নয়নজুলিতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। তার কোন পরিচয় তাৎক্ষনিক ভাবে পাওয়া না গেলেও পচাগলা মৃতদেহে একটি ট্যাটু দেখে মৃতদেহটি উদ্ধারের ১২ ঘন্টার মধ্যে তার পরিচয় উদ্ধার করে আসামীকে গ্রেপ্তার করে মাধবডিহি থানার পুলিশ। তদন্তের ভার পরে ওই থানার এস আই ব্রজগোপাল হালদারের উপর। তার তদন্তে উঠে আসে বাপ্পাদিত্য নামে এক ব্যাক্তির নাম। মৃত ব্যাক্তির স্ত্রীর সাথে বাপ্পাদিত্যের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই বেরিয়ে আসে খুনের মোটিভ। জানা গেছে ওই ব্যাক্তিকে লুঙ্গি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে মেরে তিনদিন রাখার পর পচাগলা দেহটিকে নন্দনপুর ঢালের কাছে নয়নজুলিতে ফেলে দেওয়া হয়। মামলাটি এতদিন ধরে বর্ধমান আদালতে চলছিল। শুক্রবার বর্ধমান আদালতের বিচারক তার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন। আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। এ এস আই ব্রজগোপাল হালদারের সঠিক তদন্ত চালানো এবং ঠিক সময়ে চার্জশিট পেশ করাতেই অভিযুক্ত শাস্তি পেয়েছে বলে মনে করছে মৃতের পরিজন ও প্রতিবেশীরা।

শীত পড়তেই পানিফল তুলতে এবং বিক্রি করতে ব্যস্ত চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ শীতকালের মরসুমি ফল মানেই পানিফলের জুড়ি মেলা ভার। দেখতে টিন কোনা হওয়ায় চলতি ভাষায় এই ফলকে জলের সিঙ্গারাও বলে। তাই শীত পড়তেই পানিফল তুলতে এবং বিক্রি করতে ব্যস্ত চাষীরা। নদীয়ার শান্তিপুর শীতকালের মরসুমি ফল মানেই পানিফলের জুড়ি মেলা ভার। দেখতে তিন কোনা হওয়ায় চলতি ভাষায় এই ফলকে জলের সিঙ্গারাও বলে। তাই শীত পড়তেই পানিফল তুলতে এবং বিক্রি করতে ব্যস্ত চাষীরা। নদীয়ার শান্তিপুর এর ঘোড়ালিয়া বাইপাস সংলগ্ন একাধিক জলা জমিতে চাষ করা হয়েছে পানি ফল। আষাঢ় মাসে জলে চাষ করা হয় পানি ফলের। তারপর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে ৪ মাস ধরে চলে চাষের কাজ। এখন বিক্রির সময় তাই প্রতি কেজি ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে পানি ফল। যা কিনতে জাতীয় সড়কের পাশে চাষীদের অস্থায়ী দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। চাষীরা জানাচ্ছেন এবার ফলন ভালো হয়েছে। তাই লাভের অংশ বাড়বে। অপরদিকে ক্রেতারাও খুশি একেবারে টাটকা ফল কিনতে পেরে।

নকল দার্জিলিং চা ধরতে ল্যাবটারি তৈরি করবে উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দার্জিলিং টি-র মোড়কে নেপালের চা বিক্রি বন্ধ করার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে দু'টি ল্যাবেরেটরি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য। সেখানেই গুণগত মান পরীক্ষা করে ধরা হবে 'নকল' দার্জিলিং টি। সম্প্রতি রাজ্যের টি অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং টি-কে বাঁচাতে পদক্ষেপ করা হবে। তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ-নেপাল সীমান্ত এলাকায় ও পশ্চিমবঙ্গ-অসম সীমানায় দু'টি ল্যাবেরেটরি তৈরি করা হবে বলে সূত্রের খবর। 'নেপালের চায়ের রমরমায় আইসিইউ-তে দার্জিলিং টি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি গত ১ ডিসেম্বর 'এই সময়'-তে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ। একটি সূত্রের দাবি, 'নেপালের সস্তা চা দার্জিলিং টি-র নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে দার্জিলিং টি কার্যত আইসিইউ-তে চলে গেছে। তাই অর্গ্যানিক দার্জিলিং টি-র নামে ইনঅর্গ্যানিক নেপালের চা ধরতে আনুমানিক ৫২ কোটি টাকা খরচ করে দু'টি ল্যাবেরেটরি তৈরি করা হবে। এই জন্য লোকেশন ও জমি চিহ্নিত করে মেশিনপত্রের অর্ডার শীঘ্র দেওয়া হবে বলে আশা করছি।' চায়ের গুণগত মান 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (এফএসএএসএআই)-র নির্ধারিত মানে পৌঁছচ্ছে কি না, তা ওই দু'টি ল্যাবেরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা হবে। দার্জিলিং টি সত্যি খাঁটি না অন্য কিছু আছে এরমধ্যে মেশানো।

রেল ইউনিয়নের সিক্রেট ব্যালট ইলেকশনে ইআরএমসি'র জয়

মহন্ত দাশগুপ্তঃ রেল ইউনিয়নের সিক্রেট ব্যালট ইলেকশনে বিভিন্ন রেল ইউনিয়নের সংগঠনকে পেছনে ফেলে দিয়ে চারি দিকে জয়লাভ করলো ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল, মালদা সহ সবকটা ডিভিশনে রেলওয়ের বিভিন্ন সংস্থায় ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের জয়জয়কার হওয়াতে এন.এফ.আই.আর-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের সভাপতি বিনোদ শর্মা জানালেন, এবার আমাদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন করতে সুবিধা হবে রেল কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যায় সমাধানের পথ খুঁজে পেতে। সমগ্র সংস্থায় রেলকর্মীরা আমাদের সংস্থা ইআরএমসি-কে আশীর্বাদ দিয়ে বিপুল ভোট দিয়ে জয়লাভ করানোয় সমগ্র রেল কর্মীদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ইআরএমসি-র সভাপতি বিনোদ শর্মা ছাড়াও, ইআরএমসি-র সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত এবং মাধব মল্লিক সহ সকল কেন্দ্রীয় নেতারাই ইস্টার্ন রেলের সকল রেল কর্মীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-এর বার্তা দিলেন।

জলপাইগুড়িতে বেআইনি টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান, আটক ১০ টি টোটো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়িতে বেআইনি টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান। ময়নাগুড়িতে টোটোর দাপট যত্রতত্র টোটো পার্কিং যানজট। ট্রাফিক আইন অমান্য করায় আটক ১০ টি টোটো। একাধিকবার টোটো চালকদের নিয়ে বৈঠক করা হলেও নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না টোটো চালকেরা। যার কারণে শহরের বুকে বেনিয়মে চলছে টোটো চলাচল। এবার সেই সমস্ত টোটো চালকদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলেন ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক পুলিশ। ময়নাগুড়ি শহর থেকে দশটি টোটো আটক করলো পুলিশ। জানা গেছে, শহরের বুকে নো পার্কিং জোনে টোটো দাঁড়িয়ে কৃত্রিম যানজটের সৃষ্টি করছে অনেক টোটো। এছাড়াও, বেশিরভাগ টোটোর ডানদিকের অংশ রড দিয়ে বেঁধে দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক টোটো চালক তা মানছেন না। পাশাপাশি, টোটো চালকদের যে নির্দিষ্ট নম্বর প্লেট পুরসভা থেকে দেওয়ার কথা সেই নম্বর প্লেট গুলিও সংগ্রহ করছেন না টোটো চালকেরা। কার্যত ট্রাফিক আইন অমান্য করেই শহরে চলছে টোটোর দাপট। অভিযান চালিয়ে এরকম আইন অমান্যকারী দশটি টোটো আটক করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে টোটো চালকেরা ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক ওসি অতুল চন্দ্র দাস বলেন, আইন অমান্য করে টোটো চলছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দশটি টোটো আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাতসকালেই পুকুরে ভেসে উঠলো লক্ষাধিক টাকার মাছ, মাথায় হাত চাষীর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ সকালে পুকুরে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ মাছ চাষীর। পুকুরের চারপাশে ভেসে উঠেছে রুই, কাতলা। কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে পুকুরে বিষ মেশানোর ফলে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমাণ ওই চাষীর। এই ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ছাতনা ব্লকের জিড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত জিড়রা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে নতুন পুকুরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। গ্রামের বাসিন্দারা এই পুকুরের জল স্নান সহ বাড়ির কাজে ব্যবহার করতো। সকালে অনেকেই না জেনে এই পুকুরের জল ব্যবহার করায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষজন। মাছ চাষী বিদ্যুৎ সিংহবাবু জানান,' ৫ কুইন্ট্যালের বেশি মাছ মারা গেছে, পঞ্চায়েত থেকে যদি কিছু ব্যবস্থা করা হয় তাহলে উপকৃত হই। জিড়রা গ্রামের বাসিন্দা ভঞ্জয় মন্ডল বলেন, 'সকালে খবর পাই, এসে দেখি প্রচুর মাছ ভাসছে, জল পরিশোধনের জন্য চুন ফটকিরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে ছাতনা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল বলেন, ' এ ক্ষতি সত্যিই দুঃখজনক, বিষয়টি খতিয়ে দেখছি'।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ১১.১২.২০২৪। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২১১-২৪-২৫। কাজের নামঃ** (১) শিয়ালদহেঃ এন.এস.রোড এবং গার্ড কলোনীঃ এইএন/ডব্লু/I/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/ডব্লু/শিয়ালদহের অধীনে স্যানিটারি, প্লাম্বিং কাজ, রাস্তার কাজ, ক্ষতিগ্রস্থ দরজা ও জানালা সহ এন.এস. রোডে ব্লক নং. ১৬৫, ১৪৪, ১৫৮, ২২৫, ২২৪, ২২৬ (টাইপ-II) (৪২ ইউনিট) এবং গার্ড কলোনীতে ব্লক নং. ২৪২ ও ২৪৩ (টাইপ-II) (১৬-ইউনিট)-তে জ্যাক রুফ, আরসিসি রুফ ক্যান্টিলিভার বারান্দা এবং ছাজ্জার উন্নয়ন এবং শক্তিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ, (২) শিয়ালদহেঃ নারকেলডাঙ্গা এবং মুগলবাগান কলোনীঃ এইএন/ডব্লু/I/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/ডব্লু/নারকেলডাঙ্গার অধীনে এনকেজি (টাইপ-II) বিল্ডিং নং. ১৮১, ১৮২,১৮০,১৬২,১৫৯,১২৪,১০১,১৩৪, এনকেজি (টাইপ-III) বিল্ডিং নং. ১২২,১৬৩,১৮৯,২০৭, এনকেজি (টাইপ-IV) বিল্ডিং নং. এল/৭১, এল/৪-তে জ্যাক আর্চ রুফ, ক্যান্টিলিভার বারান্দা এবং ছাজ্জার উন্নয়ন এবং শক্তিবৃদ্ধি, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ এবং এফআরপি ইত্যাদি সহ ক্ষতিগ্রস্থ দরজা এবং জানালা পরিবর্তন তৎসহ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৬২,৫৬,৯২৯.২২ টাকা, **ইএমডিঃ** ৩,৩১,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। SDAH-274/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিজের বন্দুকের গুলিতেই জখম বিএসএফ জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৩ ডিসেম্বর ঃ নিজের রাইফেলের গুলিতেই বিদ্ধ হলেন বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তের গোবিন্দপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, অসাবধানতায় রাইফেল চালিয়ে দিয়েছিলেন ওই জওয়ান। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, জখম হওয়া ওই জওয়ানের নাম রাহুল সিংহ। তাঁর বয়স ২৪। বিএসএফের ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল পদে রয়েছেন তিনি। কর্মরত ছিলেন হিলি সীমান্তের গোবিন্দপুর বিওপি-তে। বাহিনী সূত্রে খবর, গোবিন্দপুর সীমান্তে পাহারা দেওয়ার সময় অসাবধানতায় গুলি পিছন দিক থেকে কোমরের উপর দিয়ে পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। রাহুলকে প্রথমে বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হতে পারে বলে খবর।

হাতির হানা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার শিশারগড় পারপাতলাখাওয়া গ্রামে ফের হাতি হানা দেয়। গ্রামের বাড়িঘর ভেঙে তছনছ করে। চাল, ধানও খেয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করেছে বলে অভিযোগ। জলদাপাড়ায় বৃহস্পতিবার হাতির হানায় তিনজনের মৃত্যু হয়। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ঠিক পাশের গ্রামেই জোড়া হাতির হানা। শুক্রবার সকালে জলদাপাড়ার চিলাপাতার জঙ্গল থেকে দুটি হাতি বেরোয়। সকালে শিশারগড় পারপাতলাখাওয়া গ্রামে দুটি হাতি ঢুকে পড়ে। একের পর এক কলাবাগান নষ্ট করতে থাকে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

পূর্ব রেলওয়ের ডিসেম্বর ২০২৪-এর ই-নিলাম কর্মসূচির সংশোধনী, পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসন এবং বেলুড় ডিপোর ই-নিলাম কর্মসূচির বিজ্ঞাপন, যেটি এই সংবাদপত্রে চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে ঃ মালদা ডিভিসনের বিদ্যমান নিলামের তারিখ ঃ ১৭.১২.২০২৪ এবং ২৪.১২.২০২৪। **মালদা ডিভিসনে সংশোধিত নিলামের তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৪, ২৬.১২.২০২৪ এবং ৩০.১২.২০২৪। বেলুড় ডিপোর অতিরিক্ত নিলামের তারিখ ঃ** ৩০.১২.২০২৪। অন্যান্য সকল ডিপো/ডিভিসনের নিলামের অন্যান্য তারিখ এবং নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

Stores-62/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY

NOTICE INVITING e-Tender

NIT No. 08 Dated.- 13.12.2024., NIT No. 09 Dated.-13.12.2024., & NIT No. 05 (2ND Call) Dated.- 13.12.2024.

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Construction of Bituminous road from Gobindapur to end of Municipal area & the side of Canal at Serbaj from AdibasiPolli to end of Municipal area in Ward No-4 & 9 within Ramjibonpur Municipality. Development of Green Space & Water body rejuvenation including Bank Protection work around Golpukur located at Ward no 5 within Ramjibanpur Municipality under AMRUT 2.0 through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. **Tender Ref. no.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-08/2024-25, Tender ID: 2024_MAD_784806 Tender Ref. no.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-09/2024-25, Tender ID: 2024_MAD_784852 Tender Ref. no.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-05(2nd Call)/2024-25, Tender ID: 2024_MAD_784956** Last date & time for submission of bid through online is **31.12.2024.upto 2:00 P.M.** The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** (or) **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board.

S/d-Chairman, Ramjibonpur Municipality

Office of the Kapasharia Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: (1) NIT No. 2151/E-NIT/KGP/2024-25, (2) NIT No. 2152/E-NIT/KGP/2024-25, (3) NIT No. 2153/E- NIT/KGP/2024-25, (4) NIT No. 2154/E-NIT/KGP/2024-25. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before **19/12/2024 up to 6 PM.** Date of Opening of Tender (online) for Technical on **23/12/2024 at 11 A.M.** & Financial at **1 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

JANAI GRAM PANCHAYAT

Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block,janai ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :- 1 ST CALL NIT no-456/JGP dt 13.12.2024 **Tenderid- 2024_ZPHD_784424_1** Publish Date- 13.12.2024 02.00 PM ; Name of The Work- Estimate of 11 NO Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for JANAI IMIS Village (SBM PART); Fund – SBM(G) ;Estimated Amount-Rs. 773773.00 Sl no 2 :- 1 ST CALL NIT no-457/JGP dt 13.12.2024 **Tenderid- 2024_ZPHD_784426_1** Publish Date- 13.12.2024 02.00 PM ; Name of The Work- Estimate of 5 NO Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for JANAI IMIS Village (15TH FC PART) ;Fund –15 TH FC ;Estimated Amount-Rs. 351715.00 Completion Time-15 days .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **21.12.2024, 1.30 PM** , DATE of opening technical & Financial BID **23.12.2024 2.00 PM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/245/24-25

Name of the work: **Repairing of street lighting system at Bapujinagar C Block and other areas in Ward No. 96, BR-X.** Estimated Cost: ₹ **2,45,894.60.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of submission of Bid: **20.12.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024 from 2 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/LTG/AB/24-25/21 (1st Call)

Name of the work: **Improvement of bustee lighting arrangement at Bivek Nagar, Naskar Para, Canel Road Side etc areas in Ward No. 104, BR-XI.** Estimated Cost: ₹ **3,49,887.63.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **24.12.2024 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/240/24-25

Name of the work: **Road side garden lighting in Ward No. 97, BR-X.** Estimated Cost: ₹ **1,98,961.03.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/241/24-25

Name of the work: **Improvement of lighting system at Chandi Ghosh Road, M N Sen Lane, N N Ghosh Road etc in Ward No. 97, BR-X.** Estimated Cost: ₹ **4,99,341.25.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of submission of Bid: **23.12.2024 upto 12 noon (for Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **14.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 3 & 4).**

The Ex. Engr (E)/Electricity/KMC invites e-tender online item rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-70/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Supply and installation of light fittings and Allied Electrical Works at outside of five numbers of main entrance gate of New Market New Complex under KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,60,766.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(2) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-98/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Supply and installation of wiring at different location of Municipal Magistrate Court and porta cabin at ground floor of HUCO Building under KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,81,877.00.** Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **7 Days.**

(3) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-56/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Supply and installation of light fittings and Allied Electrical Works at the Conference Room of TPD Department under KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,47,035.90.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(4) NIT No.: KMC/Ely/Estm-127/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Supply and replacement of LED Flood Lights for solar based lighting system along with Allied Electrical Works at Deshapriya Park under KMC.** Estimated Amount : ₹ **1,60,990.97.** Earnest Money: ₹ **3,220.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(5) NIT No.: KMC/Ely/Estm-128/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Operation and maintenance of E-Surveillance System (like CCTV, Queue Management) and P.A. System at Br-IX, Br-XI, Br-XIII, Br-XIV, Entally, K. N. Sen Road & VIP Market Kankurgachi E-Governance Centre under KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,59,800.00.** Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid: **24.12.2024 - 4 pm. (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2024 (For Sl. No. 1 to 3) & 16.12.2024 - 4 p.m. (for Sl. No. 4 & 5)** from the website : **https://wbtenders.gov.in. (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/95/24-25

Name of the work: **Improvement of lighting & electrical system at different rooms of CMO Building, KMC.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/99/24-25

Name of the work: **Annual maintenance and management of different electrical control panels and lighting luminaries at CMO Building.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid: **26.12.2024 - 2 p.m. (for Sl. No. 1) & 23.12 2024 - 2 p.m. (for Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2024 - 2 p.m. (for Sl. No. 1) & 16.12.2024 - 2 p.m. (for Sl. No. 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/CM/46/24-25/104

Name of the work: **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Chalar Path, Babul Goli, Fathepur Garage Goli and its surrounding areas in Ward No. 133.** Estimated Amount: ₹ **3,95,149.32.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/CM/47/24-25/105

Name of the work: **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Rameswarpur Road, Kachhi Sarak, Iron Gate and other place in Ward No. 135.** Estimated Amount: ₹ **3,95,985.75.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/CM/48/24-25/106

Name of the work: **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Paul Bagan, Shib Nagar, Mudially Bazar and other place in Ward No. 136.** Estimated Amount: ₹ **3,96,049.38.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/CM/49/24-25/107

Name of the work: **Arrangement of light with wiring for Hari Mohan Ghosh College Auditorium Hall at J/206, Pahar Pur Road, Garden Reach, Kolkata-700024 in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Amount: ₹ **2,98,868.09.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/CM/50/24-25/108

Name of the work: **Installation of electrical panel with cable for Hari Mohan Ghosh College Auditorium Hall at J/206, Pahar Pur Road, Garden Reach, Kolkata-700024 in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Amount: ₹ **2,98,888.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/RS/35/24-25/109

Name of the work: **Installation of pole with LED light fittings on Akra Road from holding No. R-178/1 to S-154, S-152 and surrounding areas in Ward No. 137, BR-XV.** Estimated Amount: ₹ **4,73,636.47.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/HA/04/24-25/110

Name of the work: **Renovation of street lighting system at Machiskal, Alifnagar, Azahar Mollah Bagan, Mogra Talab and other areas in Ward No. 134.** Estimated Amount: ₹ **4,98,435.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(8) NIT No.: KMC/LTGV/119/24-25/SNR/SR

Name of the work: **Urgent repairing and renovation works of electrical installation for S.N. Roy Market in Ward No. 119, BR-XIII.** Estimated Amount: ₹ **1,63,837.55.** Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(9) NIT No.: KMC/LTGV/117/24-25/DB2

Name of the work: **Improvement of street lighting installation by installing a few nos. of energy efficient LED light fittings at Bangal Bustee, Hogla Para Bustee and bustee surrounding areas in Ward No. 117.** Estimated Amount: ₹ **4,74,129.59.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(10) NIT No.: KMC/LTGV/117/24-25/DB3

Name of the work: **Improvement of street lighting installation by installing a few nos. of energy efficient LED light fittings at Indera Pally Bustee, Malaka Para Bustee and bustee surrounding areas in Ward No. 117.** Estimated Amount: ₹ **4,84,362.17.** Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(11) NIT No.: KMC/LTGV/117/24-25/DT

Name of the work: **Improvement of street lighting system by installing new existing fittings on existing poles at Bank Colony, Malaka Para and other areas in Ward No. 117.** Estimated Amount: ₹ **4,07,850.73.** Earnest Money: ₹ **8,200.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of submission of Bid: **24.12.2024 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 7) & 24.12.2024 - 4 p.m. (for Sl. No. 8 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **14.12.2024 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 7) & 13.12.2024 - 4 p.m. (for Sl. No. 8 to 11).** The website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 11).** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(for Sl. No. 1 to 7).**

1045/24-25

চাষবাস

লিলিয়ামের চাষ করলে রয়েছে ভালো রোজগারের সুযোগ

ভারতে ফুলচাষ একটি উদীয়মান ব্যবসায়িক সুযোগ। যা ফুলের বাণিজ্য, নার্সারি উদ্ভিদের উৎপাদন এবং পটেড গাছ, বীজ এবং বাল্ব উৎপাদন, শুকনো ফুল, ল্যান্ডস্কেপিং, মাইক্রোপ্রপাগেশন এবং প্রয়োজনীয় তেল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এর অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চ-উৎপাদনশীল ফুলগুলির চাহিদা বেড়েছে যেমন অর্কিড, অ্যান্থুরিয়াম এবং লিলিয়াম। এইগুলোর মধ্যে লিলিয়ামের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানির মাধ্যমে।

লিলিয়ামের চাষে ভালো রোজগারের সুযোগ রয়েছে।লিলিয়াম পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যান্য রাজ্য এবং এমনকী আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করা যায়, যা বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর কারণে, লিলিয়াম অফ-সিজনে চাষ করা সম্ভব, যা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে এবং ফুলের চাহিদা তীব্র হলে বাজারের শূন্যতা পূরণ করে থাকে। কলকাতা ও অন্যান্য শহরের আশেপাশের এলাকায়, ফুলচাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা সূত্রে পরিণত হয়েছে। কলকাতার মল্লিক ঘাট ফুল বাজারের মতো ফুলের বাজারগুলি লিলিয়াম ফুলের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অবদান রাখে। লিলিয়ামের তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত বৃদ্ধি চক্র (প্রায় ৩-৪ মাস) বছরে একাধিক ফসল চক্রের সুযোগ দেয়। যা আয় বাড়াতে সহায়ক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যানপালন দপ্তর, কৃষি দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমের অধীনে ফুলচাষকে উৎসাহিত করে। বীজ, সেচ এবং কোল্ড স্টোরেজের জন্য ভর্তুকি প্রদান করে। এটি লিলিয়াম চাষিদের উৎপাদনশীলতা ও লাভ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। লিলিয়াম ফুলের সৌন্দর্য এগ্রি-ট্যুরিজমকে উৎসাহিত করে। দর্শনীয় স্থান কৃষি খামারে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের পাদদেশ এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী স্থানগুলিতে। কাট ফ্লাওয়ার ছাড়াও, এই ফুলগুলো তোড়া তৈরি, ফুলের সাজসজ্জা এবং পটের মাধ্যমে স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক পর্যায়ে ভারতের মধ্যে অ্যাসিয়াটিক, ওরিয়েন্টাল এবং এলএ সাধারণত চাষ হয়। মৃদু জলবায়ু এলাকাগুলো লিলিয়াম চাষের জন্য অনুকূল। ভারতে এটি প্রধানত হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বেঙ্গালুরু এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশে চাষ করা হয়। ভারতে লিলিয়াম চাষের জন্য ভালো মানের কন্দ অন্য দেশ থেকে আমদানি করা করা হয়ে থাকে। প্রজাতি এবং প্রকারভেদ বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে এবং এগুলো সীমানা ও পটে চাষ করা যেতে পারে। উজ্জ্বল রূপ ও সুন্দর রঙের জন্য চমৎকার কাট ফুল।

আবহাওয়া ও তাপমাত্রা

লিলিয়াম চাষের জন্য আলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর। সেরা ফুল উৎপাদনের জন্য ২০০০ থেকে ৩০০০ ক্যান্ডলস ফিট আলো প্রয়োজন। শীতকালে কম আলোর তীব্রতা ফুলের অকাল পতন ও ঝরার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টারি আলো শীতকালে উৎপাদন বাড়ায়, কাণ্ডের দৃঢ়তা উন্নত করে এবং ফুলের গুণমান বৃদ্ধি করে থাকে। প্রথমে ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা (যতক্ষণ না কাণ্ডের শিকড় গজায়)। এশিয়াটিক হাইব্রিডগুলো ২১ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস (দিনের তাপমাত্রা) এবং ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (রাতের তাপমাত্রা)-এ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে কুঁড়ির পতন ও পাতার হলদেটে হওয়া শুরু হয়। লংগিফ্লোরাম হাইব্রিডগুলির জন্য, গ্রহণযোগ্য দিনের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকা দরকার। ভালো মানের ফুল পাওয়ার জন্য প্রায় ৬০ থেকে ৭৫ আর্দ্রতা প্রয়োজন।

জাত নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে আমরা এশিয়াটিক লিলি চাষ করতে পারি সেইগুলি হলো লিটোউন, পাভিয়া, সুলপিস, ট্রেজর, প্রাটো, সোলেমিও, ইন্ডিয়ান সামারসেট, ইয়েলো ডায়মন্ড, ইত্যাদি আর এল হাইব্রিড জাতের মধ্যে যেগুলো চাষ করা সম্ভব সেগুলি হল ব্রিন্ডিসি, লাটেয়া, মেনোর্কা, নাশভ্যালি, এরেমো ইত্যাদি।

অনুষ্ঠিত হলো উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো জিপিও কলিকাতার সেমিনার হলে।জিপিও এর পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার, শংকর কুমার নাথ, প্রফেসার শ্যামল চক্রবর্তী, শ্যামল রায়, সৈকত বসু, কনা চ্যাটার্জি, উপস্থিত ছিলেন এন আর এস মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পৃতবরণ চক্রবর্তী, শুভব্রত রায় চৌধুরী সহ প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শুভব্রত রায় চৌধুরী বলেন, 'ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা একসময় কোনরকম সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব প্রচেষ্টায় ল্যাবরেটরী তৈরি করে বিশ্বের কাছে আজ একটা খ্যাতি অর্জন করেছেন। সেইসব মানুষগুলোর জন্য আজকের এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছি। তাঁদের সেই অবদানের কথা আমরা আজ ভুলে যাচ্ছি। আমাদের কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে তাঁরা সীমিত পরিবেশের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বের কাছে সমাদৃত হয়েছিলেন। অথচ আজকের বিজ্ঞানীরা সবকিছু পেয়েও কেন সেই জায়গা তৈরি করতে পারছেন না। আমাদের দেশে ১৯৩০ এর পর আরো কেন একটা নোবেল পুরস্কার আসছে না।' ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ছিলেন। কালা-আজার (ভিসারাল লিশম্যানিয়াসিস) রোগ নিয়ন্ত্রণে তাঁর যুগান্তকারী কাজের জন্য তিনি সর্বাধিক স্মরণীয়। কালা-আজার নিরাময়ের জন্য ইউরিয়া স্টিবামাইন নামক প্রথম কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কার করে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতে কালা-আজার ছিল একটি বড় জনস্বাস্থ্য সংকট। উচ্চ মৃত্যু হারের কারণে এই রোগের কার্যকরী কোনো চিকিৎসা ছিল না। ডাঃ ব্রহ্মচারী ১৯২২ সালে কয়েক বছরের অধ্যবসায়ের পর ইউরিয়া স্টিবামাইন সংশ্লেষ করেন। এই যৌগটি একটি অ্যান্টিমোনিয়াল প্রস্তুতি, যা তৎকালীন বিষাক্ত চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে কার্যকর প্রমাণিত হয়।ডাঃ ব্রহ্মচারীর কাজ কেবল ওষুধ আবিষ্কারে সীমাবদ্ধ ছিল না তিনি জনস্বাস্থ্য কৌশল নিয়েও কাজ করেছেন, যা কালা-আজারের বিস্তার রোধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় জীবদ্দশায় ভারতের অনেক অঞ্চলে কালা-আজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল। উপেন্দ্র ব্রহ্মচারীর কর্মময় জীবনের বিষয় আলোচনার মধ্যে উঠে আসে। প্রায় শতাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কতদিনে আবারও ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র বন্ধ ঘর খুলবে, সেটাই প্রশ্ন

বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি, ১৩ ডিসেম্বরঃ হাতের কাছে ঘোরার জায়গা চন্দননগর মিউজিয়াম। শীত পড়তেই দুপুরের মিঠে রোদে একটু ঘুরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষজন। যেখানে গোটা চন্দননগরের বিবর্তনের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। শীতের মরশুমে পর্যটকদের আনাগোনা একটু বেশি থাকে মিউজিয়ামে। তবে এবারে মিউজিয়ামে এলেও মিউজিয়ামের সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছেন না পর্যটকরা। তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ চন্দনগরের গর্ভনর জোসেফ ফ্রাসোয়াঁ দ্যুপ্লেক্সের নামে এই মিউজিয়াম। চন্দননগরের ইতিহাস যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে সেই ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ঘর প্রায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় বন্ধ রয়েছে। মিউজিয়ামের এই দু'টি ঘরে রয়েছে ফরাসি উপনিবেশে ব্যবহার হওয়া শেষ পতাকা, তৎকালীন মানচিত্র এবং চন্দননগরের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ।কিন্তু, গত ২৬ নভেম্বর এই দু'টি ঘরের ফলস সিলিং ও দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে । জানা গিয়েছে, বিদেশি পর্যটকদের সামনেই বহু পুরনো কড়িকাঠের সিলিং ভেঙে পড়ে । এর কয়েকদিন পর আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সেই থেকে বন্ধ রয়েছে মিউজিয়ামের ঘর দু'টি ।পরেরদিন থেকে সংস্কারের কাজ শুরু হলেও, তা শেষ হয়নি । আর এই মুহূর্তে রাজ্যে পর্যটনের ভরা মরশুম । ফলে দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা মিউজিয়ামে এলেও হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে তাঁদের । কারণ, ওই দু'টি ঘরেই ছিল চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং বহু দলিল সংরক্ষিত রয়েছে । এমনকি দ্যুপ্লেক্স সাহেবের ব্যবহার করা চেয়ার, মূল্যবান চায়ের কাপ, চীনামাটির সামগ্রী, তৎকালীন চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া সরঞ্জাম এবং বিজ্ঞান চর্চার সামগ্রীও সংরক্ষণ করা হয়েছিল ।এই নিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ফরাসি মিউজিয়ামের ডিরেক্টর বাসবী পাল । তিনি অভিযোগ করেছেন, "আমরা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে অনেক আগে সংরক্ষণের কথা জানিয়েছিলাম । এটা একটা ঐতিহাসিক হেরিটেজ । তার সংরক্ষণও হওয়া উচিত সময়ে সময়ে । কিন্তু, তারা কোনও গুরুত্ব দেয়নি । এখন ভেঙে পড়ার পরে সংস্কারের কাজ করছে । তিনি বলেন, "ভেঙে পড়া অংশগুলিকে সরানোর কাজ এখনও চলছে । মূল সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি । এই মরশুমে পর্যটকদের আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও নথি দেখাতে পারছি না । সব নথি ও দলিল তুলে রাখতে হয়েছে একটা ঘরের মধ্যে । আমাদের জানানোর জায়গা একটাই । সেটা হল- ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ । তারাই দায়িত্বে রয়েছে । সিলিং ও দেওয়ালের কথা ছাড়ুন । মিউজিয়ামের জানালা-দরজাগুলি বহু বছর হল রং হয় না । একপোচ রং করাতে কত খরচ হয়! রং করানো হলে বর্ষায় নষ্ট হত না জানালা-দরজাগুলি ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র দু'টি ঘর বন্ধ থাকায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ট্যুরিস্ট গাইড । তিনি বলেন, "সংস্কারটা খুবই দরকার । ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেশি করে দরকার । কিন্তু, তার জন্য বর্তমানে বহু বিদেশি পর্যটক এসে ফিরে যাচ্ছেন ।

তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ নথি ও জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন না । আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই কাজ শেষ হবে । "প্রশ্ন হচ্ছে হেরিটেজ ঐতিহ্য বজায় রেখে কত দ্রুত মিউজিয়ামের কাজ শেষ হবে ? কারণ, হেরিটেজের ক্ষতি না-করে সংস্কার করা এক-দু'দিনের বিষয় নয় । তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া জরুরি । ফলে কতদিনে আবারও ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র বন্ধ ঘর খুলবে, সেটাই এখন দেখার ।

প্রয়াগরাজে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

গোরখপুর, ১৩ ডিসেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি প্রয়াগরাজে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।প্রধানমন্ত্রী মহা কুম্ভ মেলা ২০২৫-এর উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেছেনকুম্ভ সহায়ক চ্যাটবট চালু করলেন প্রধানমন্ত্রীমহাকুম্ভ আমাদের বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতির একটি ঐশ্বরিক উৎসব। প্রধানমন্ত্রী প্রয়াগ এমন একটি জায়গা যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে পুণ্যময় এলাকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। উপস্থিত সমবেত জনতাকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গমের পবিত্র ভূমি প্রয়াগরাজকে প্রণাম করেন এবং মহাকুম্ভে অংশগ্রহণকারী সাধু ও সাধ্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শ্রী মোদী কর্মচারী, শ্রমিক এবং স্যানিটেশন কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যারা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সর্গের মাধ্যমে মহা কুম্ভকে সফল করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটি বিশ্বের বৃহত্তম সমাবেশগুলির মধ্যে একটি যেখানে ৪৫ দিন স্থায়ী মহাযজ্ঞের জন্য প্রতিদিন লক্ষাধিক ভক্তকে স্বাগত জানানো হয় এবং এই উপলক্ষে একটি নতুন শহর তৈরি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রয়াগরাজের মাটিতে নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য মহাকুম্ভ দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ঐক্যের এত বড় আত্মত্যাগ সারা বিশ্বে আলোচিত হবে। তিনি মহাকুম্ভের সফল আয়োজনের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান। ভারতকে পবিত্র স্থান ও তীর্থস্থানের দেশ হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন যে এটি গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, নর্মদা এবং আরও অনেকের মতো অসংখ্য নদীর দেশ। প্রয়াগকে এই নদীগুলির সঙ্গম, সংগ্রহ, সঙ্গম, সংমিশ্রণ, প্রভাব এবং শক্তি হিসাবে বর্ণনা করে, অনেক তীর্থস্থানের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে প্রয়াগ কেবল তিনটি নদীর সঙ্গম নয়, আরও অনেক কিছু রয়েছে।

তার চেয়ে তিনি বলেন যে প্রয়াগ সম্পর্কে বলা হয় যে এটি একটি পবিত্র সময় যখন সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে তখন সমস্ত দৈব শক্তি, অমৃত, ঋষি ও সাধুরা প্রয়াগে অবতরণ করেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রয়াগ এমন একটি স্থান যা ছাড়া পুরাণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি আরও বলেছেন যে প্রয়াগ এমন একটি স্থান যা বেদের শ্লোকগুলিতে প্রশংসা করা হয়েছে।

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বাইরু

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ আজ শুক্রবার দেশটির মধ্যপন্থী নেতা ফ্রাঁসোয়া বাইরুকে দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছে। ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে চলতি বছরেই চারজন প্রধানমন্ত্রী দেখল ফ্রান্স। ৭৩ বছর বয়সী ফ্রাঁসোয়া ফ্রান্সের ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা। তিনি প্রেসিডেন্ট মাখোঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। মাখোঁ ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ফ্রাঁসোয়া বাইরুকে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে দেখা হয়। মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ বাইরু ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ প্রভাবশালী। তিনি নিজেকে 'গ্রামাঞ্চলের মানুষ' বলেও পরিচয় দেন। তবে এর আগে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় তিনি দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাউ শহরের মেয়রও ছিলেন।

গত সপ্তাহে ফ্রান্সের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ভোটে ডানপন্থী জোটের এ নেতা হেরে যান। তাঁর সরকার টিকে ছিল মাত্র তিন মাস। ফ্রাঁসোয়ার ভাগ্যেও এমন কিছু ঘটুক, তা চান না মাখোঁ। বার্নিয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, দেশটির সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট নিয়ে বিশেষ ক্ষমতা খাটিয়েছিলেন তিনি। গত জুলাইয়ে আগাম নির্বাচনের ডাক দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে আছেন মাখোঁ। দেশটির পার্লামেন্টের অচলাবস্থা এবং রাজনৈতিক সংকটের জন্য সমালোচনার মধ্যে আছেন তিনি। গত জুনের আগাম নির্বাচনে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এরপর দেশটির পার্লামেন্ট তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বামপন্থীদের জোট আসনসংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে গেলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। মাখোঁর নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থীদের জোট অনেক আসন হারালেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আসন পায়। আর অতি ডানপন্থী ন্যাশনাল র্যালি আগের চেয়ে বেশি আসন পায়। কিন্তু বাম ও মধ্যপন্থীদের কৌশলগত ভোটের কারণে তারা ক্ষমতায় যেতে পারেনি। নতুন প্রধানমন্ত্রীর হিসেবে বাইরুর প্রধান কাজ হলো সরকার গঠন করে ২০২৫ সালের পূর্ণ বাজেট পাস করা।

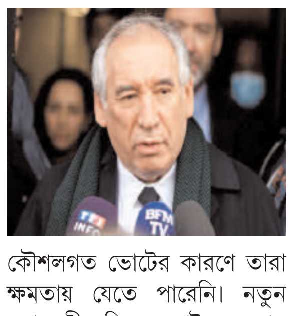

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সুরক্ষামূলক উপকরণের পরিকাঠামোগত অবস্থার অবিরত নিরীক্ষণ

মালিগাঁও, ১৩ ডিসেম্বরঃ ট্রেন যাত্রাকে আরও বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে তুলতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অবিরতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের মধ্যে সুরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি আরও উন্নত করতে ৩১টি স্টেশনে ক্ল্যাম্প টাইপ লকিং সহ থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করেছে। দক্ষতা ও সুরক্ষা আরও বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের মধ্যে একাধিক সেকশনে বিদ্যমান সিগনালিং সিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন করেছে। ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কাটিহার ডিভিশনে চারটি, আলিপুরদুয়ারে একটি এবং লামডিং ডিভিশনের দুটি লেভেল ক্রসিং গেটে স্লাইডিং বুম চালু করা হয়েছে। লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে কাটিহার ডিভিশনের দুটি, এবং তিনিসুকিয়া ডিভিশনের দুটি লেভেল ক্রসিং গেটে ইলেকট্রিক লিফ্টিং ব্যারিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তিনিসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ৮.০১৩ কিমি সিগনালিং কেবল নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে। রেলওয়ে সম্পত্তির যে কোনও ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাটিহার ডিভিশনের রহমতপুর ও আরারিয়া কোর্ট স্টেশনে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ২৫টি লেভেল ক্রসিং গেটে সিস্টেম ইন্টেগ্রিটি টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে। পাঁচটি ডিভিশনে বিভিন্ন ক্ষমতার মোট ৩৮১টি সিগনালিং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করে সুরক্ষামূলক উপকরণের উন্নত নির্ভরযোগ্যতা সক্রিয় করা হয়েছে। চালক ও অপারেটরদের ভিজুয়াল তথ্য প্রদান করে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আধুনিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছে।

রেলওয়ে সিস্টেমে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের ফলে ট্রেনগুলির সুরক্ষিত পরিচালন নিশ্চিত হয়েছে, এবং এগুলির নির্ভরযোগ্যতা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেলওয়ে পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সমস্ত গ্রাহকদের জন্য এক উচ্চমানের সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপদ রেলওয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রেন্দ্রপুরে সুসাইড নোট লিখে আত্মহত্যার চেষ্টা তিনজনের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ ডিসেম্বরঃ সুসাইড নোট লিখে আত্মহত্যার চেষ্টা তিনজনের। তাঁদের দিয়ে বেআইনি আর্থিক লেনদেন করানো হয়েছে। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁরা ভুগছেন। আর নিতে পারছেন না। সুইসাইড নোটে এইসব লিখে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন মা, বাবা ও মেয়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় একজনের। বাকি দুজন চিকিৎসাধীন। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার লস্করপুরে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, দেবব্রত সরকার নামে কোনও এক ব্যক্তি এই লেনদেন করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই পরিবারের কী সম্পর্ক সেটা জানা যায়নি। সেই তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, লস্করপুর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন দীপক রায় তাঁর স্ত্রী জলি রায় ও তাঁদের একমাত্র কন্যা দিশারী রায়। প্রথমে ওই ব্যক্তি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে কাজ করতেন। সেই কাজ তাঁর চলে যায়। পরে বাড়িতেই মুদিখানার দোকান খোলেন। কিন্তু তাতেও আয় হচ্ছিল না। ফলে সেই দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। আর্থিক অনটনের কারণে মেয়ের কলেজের পড়াশোনাও চালানো সম্ভব হয়নি। ফলে মেয়ে ওই বাড়িতে দীপকবাবুর শাশুড়ি একটি ঘরে থাকতেন। দীপকবাবু তাঁর পরিবারকে নিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে থাকতেন। দুটি ঘর মুখোমুখি। বৃহস্পতিবার সকালে জলি দেবীর বোন ডলি দাস তাঁদের বাড়িতে আসেন। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া মেলেনি। এরপর ঘরে ঢুকে দেখেন তাঁর দিদি ও জামাইবাবু অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় পড়ে রয়েছেন। বোনঝির সামান্য জ্ঞান রয়েছে। প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া হয়। ওই তিনজনকে উদ্ধার করে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু ডলি দেবীকে বাঁচানো যায়নি। দীপকবাবু ও দিশারীর জ্ঞান নেই,শুক্রবার ও তাঁরা ভর্তি আছে ওখানে।

তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে খবর।আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিদের গাছের চারা বিতরণ করা হয়। কার্তিক দেবনাথ নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক পরিবেশের কথা মাথায় রেখে তার ছেলে আদ্রিয়ানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিদের একটি করে গাছের চারা তুলে দেন। প্রায় ৪০০ জনকে এই গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

Name Change

I, SAKHAOAT BAIDYA (Old Name) S/O GOLAM CHAROYAR BAIDYA Residing at Tentulbaria, P.o - Chandibari, P.s - Minakhan, North 24 Parganas-743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SAKHAOAT HOSSAIN BAIDYA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 13-12-2024. SAKHAOAT BAIDYA (Old Name) and SAKHAOAT HOSSAIN BAIDYA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JAMIRUL ISLAM SEIKH (Old Name) S/O AHED SEKH, Residing at Vill+P.o - Barbasudevpur, P.s - Sutahata, District - East Medinipur Pin- 721645 India West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JAMIRULISLAM SEKH (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Haldia Purba Medinipur Nadia vide affidavit Dated 24-07-2024. JAMIRUL ISLAM SEIKH (Old Name) and JAMIRULISLAM SEKH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JAHANAJUN BIBI (Old Name) D/O KHJA AHAMMAD BAGANI Residing at Vill+P.o - Barbasudevpur, P.s - Sutahata, District - East Medinipur Pin- 721645 India West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JANNATUN BIBI (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Haldia Purba Medinipur Nadia vide affidavit Dated 24-07-2024. JAHANAJUN BIBI (Old Name) and JANNATUN BIBI (New Name) both are same and one identical person.

ট্যাব দুর্নীতির আবহেই স্কলারশিপের টাকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জেলায় ট্যাব দুর্নীতির আবহেই শিক্ষাঙ্গনে ফের বড় দুর্নীতির ছায়া। রাজ্য সরকারের স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের টাকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জেলাশাসক এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ দায়ের পড়ুয়াদের। দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে সিআইডির কাছেও লিখিত আবেদন। প্রশ্নের মুখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের ভূমিকা। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রতুয়ার বাটনা জেএম সিনিয়র মাদ্রাসা। ওই মাদ্রাসায় পাঠরত স্নাতকোত্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ তারা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের আবেদন করেছিলেন। প্রথমবারের চব্বিশ হাজার টাকা তারা পেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারের টাকা আর ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। প্রায় দেড়শো জন ছাত্রছাত্রীর দ্বিতীয়বারের টাকা ঢুকে গেছে অন্য অ্যাকাউন্টে। যাদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা গেছে তারা কেউ মাদ্রাসার পড়ুয়া নন। এমনকি ভুয়ো প্রাপকদের ওই তালিকায় ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিও রয়েছেন। এইভাবে স্কলারশিপের কয়েক কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে। অভিযোগের তীর ওই মাদ্রাসার প্রাক্তন টিআইসি আনোয়ার হোসেন এবং স্কলারশিপের ফর্ম ফিলাপের দায়িত্বে থাকা কম্পিউটার শিক্ষক মোসমের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে প্রথমে তারা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। কিন্তু অভিযোগ প্রাক্তন টিআইসি তাদের হুমকি দেন। বর্তমান টিআইসি গোলাম রসুল তাদের প্রতিশ্রুতি দেন পরবর্তীতে তারা টাকা পাবেন। কিন্তু পড়ুয়াদের বক্তব্য আগামী শিক্ষাবর্ষে তাদের স্নাতকোত্তর সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিভাবে তারা স্কলারশিপের টাকা পাবেন। সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্যের দাবিতে তারা ব্লক প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকি যে অ্যাকাউন্টে তাদের টাকা গেছে সেই ভুয়ো প্রাপকদের তালিকা প্রশাসনকে তারা জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা কোন সদুত্তর পাননি। এই দুর্নীতি নিয়ে যাতে সিআইডি তদন্ত করে। এই নিয়ে সিআইডির কাছেও তারা লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন। যদি এই বিষয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক রাজনৈতিক চাপানউতোর।

আফগান নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে মালবাজার পুরসভাঃ দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৩ ডিসেম্বর ঃ আফগান নাগরিকদের জন্ম মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে মালবাজার পুরসভা। হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করছে তৃণমূল নেতারা। দিলীপ ঘোষ। সিংহের সাথে কুকুরের লড়াই হয় না। ভিখিরিদের আশ্রয় ফুটপাতেই হয়। জলপাইগুড়ি এসে দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিয়ে বাংলাদেশের মৌলবাদী নেতাদের করা বিভিন্ন মন্তব্য প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিলেন দিলীপ ঘোষ। এক কদম এগিয়ে আরও বললেন ওই দেশে তো সামরিক বিভাগই নেই। চুরি করে খায়। আর নেতারা মিডিয়াতে থাকার জন্য বড়বড় বুলি ঝাড়েন। গাজায় বোম ফাটলে এখানে মিছিল করেন, অথচ ওপার বাংলার হিন্দুদের জন্য মন কাঁদে না, একটা মিছিল করে দেখান দম থাকলে। মালবাজার পুরসভা আফগান নাগরিকদের জন্ম- মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তৃণমূল নেতারা হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করছেন। সিরিয়ার ঘটনা দেখে কিছু বুঝুন, গাজায় বোম ফাটলে মিছিল হয়, অথচ ওপার বাংলার হিন্দুদের নিয়ে মিছিল করার হিম্মত নেই তৃণমূলের।

IN THE COURT OF SH. AMIT RANA, LD. MM NI-ACT-06/ CENTRAL, THC, DELHI
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
[section 82 of the Code of Criminal Procedure]
Case No:-11869/2017
P.S:- PAHAR GANI
KAPIL KUMAR
V/s
GULAM MOHD MIDDYA

To,
SH. GULAM MOHD. MIDDYA S/O SH. GULAM REHMAN MIDDYA R/O SUKANTAPALLY HIGH SCHOOL MOR VILLAGE JAGAT BALLABHPUR, POLICE STATION JAGAT BALLABHPUR, POST OFFICE JAGAT BALLABHPUR DISTT. HAWRA PIN CODE 711408

Whereas complaint been made before me that above said accused has committed (or is suspected to have committed) the offence u/s 138 NI act punishable. and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the above said accused can not be found and whereas it has been shown to my satisfaction that said accused has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant) Proclamation is hereby made that the above said accused is required to appear before this court or before me to answer the said complaint on 16.01.2025

Seal
LD. MM NI-ACT-06 CENTRAL, THC, DELHI

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি সিপিএম/ইএনজিজি/জিএসইউ/হাওড়া কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কনস্ট্রাকশন/রোড সেফ্‌টি প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ের অফিসের জন্য জেনারেল কনসালট্যান্ট নিয়োগের জন্য **ই-টেন্ডার নং. ০৫_২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার)**-তে সংশোধনী নং. ২। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ২৬.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টার পরিবর্তে **০৬.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা** পড়তে হবে। **বিডিং শুরুর তারিখ** ১২.১২.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে **২৩.১২.২০২৪ তারিখ** পড়তে হবে। উক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

HWH-479/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. MACT Judge (1st Court), Dakshin Dinajpur at Balurghat
MAC Case No. 112/2020
U/S-164 of the MV Act
Claimants: Sudhanshu Sarkar & Others
VS
Owner: Uttam Sarkar & Others.

এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে গত ইং- ২৩।০৩।২০২০ তারিখে আপনার মালিকানাধীন WB-60U/6571 (Motor Cycle) টি ১৪ হাত কালী মন্দির, থানা- বালুরঘাট জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এক দুর্ঘটনায় মঞ্জু সরকারের মৃত্য হইয়াছিল তদকারনে তাহার ওয়ারিষগন অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে ইং ২৪।০১।২০২৫ তারিখে আপনি স্বয়ং অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

আদেশ অনুসারে
মানিক কুমার মণ্ডল
A.D.J 1st Court
Balurghat, D/Dinajpur
১০.১২.২০২৪

Office of the
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah-711409

E-tender notice is hereby invited from the experienced and resourceful bidders by the Prodhan, Salap-2 Gram Panchayat for execution of 16 (Sixteen) Nos. similar Nature of Works. NIT No. **158/SGP-II/NIeT/ SBM(G) & 15 th CFC(Tied)/ 24-25 Date: 10.12.2024**. Work completion period:- 40 Days. Date of Sale of Tender Paper:- **from 11/12/2024 to 18/12/2024 (From 09 AM to 09 PM)**. Last date of dropping of e-Tender:- **on or before 18/12/2024 (up to 09:00 AM)**. Date of Opening Tender: **20/12/2024 at 11.00 AM.** Details information will be available at the office of the undersigned or visit the website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Salap No. 2 Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
60/GPW/WBFDC/ 2024-25	Creation and Three Years Maintenance of Different type Plantation at Different locations under KMC under NCAP Scheme.	14.12.2024	23.12.2024
61/GPW/WBFDC/ 2024-25			

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

আমমোক্তারনামা

নিলটন সেখ, পিতা- হাবিবুর রহমান, সাং- নাচনা, পোঃ- রমনা সেখদিঘী, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত **ইং ০৫।১২।২০২৩ তারিখে** Book-I, 18216 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) মহঃ কামারুজ্জামান, ২) আকতারুজ্জামান, ৩) আমিরুল ইসলাম, ৪) মাজিবুল হক, ৫) এনামুল কবির, ৬) হাবিবুল ইসলাম, ৭) হোসনেআরা খাতুন, ৮) হাসনা বেওয়া, ৯) মোসাঃ রেহেনা খাতুন, ১০) নুর জাহান বিবি, ১১) দিলারা বিবি, ১২) মুসলেমা বিবি** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত এল. আর. ২৬০১, ২৬২৪, ২৫৮৭, ২৭২৮ নং দাগের এল. আর. ৫৯৮৮, ৫৯৯৯, ৫৯৯০, ২২৫২, ২২১৬** নং খতিয়ানের **মোট ৮৭.৩৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।**
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার জন্যে এইচটি এবং এলটি নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৩১আর-২৪-২৫ তারিখঃ ১১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** মালিগাওঁএ (মুখ্য কার্যালয়) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় পরিসর এবং সমীপবর্তী এলাকার বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতার জন্যে এইচটি এবং এলটি নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,১৯,০৮,৪৬৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৯,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিয়ের মাত্র ৫ দিনের মাথায় যুবকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ মাত্র ৫ দিনের বিয়ের মাথায় ২৫ বছর বয়সী এক যুবকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। স্ত্রী কে নিয়ে জামাইবাবুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দোতলার ঘরের ভেতর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা পরিবারে। নদীয়ার শান্তিপুর থানার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নিত্যানন্দ পাড়া এলাকার যুবকের বাড়ি। জানা যায় মৃত যুবকের নাম বিক্রম বিশ্বাস, বয়স ২৫ বছর। কয়েক বছর আগে প্রথম বিবাহ হয় ওই যুবকের, এরপর স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। গত পাঁচ দিন আগে কাঁচরাপাড়ার এক যুবতীর সাথে বিক্রমের আবারো বিবাহ হয়। জানা গেছে, গতকাল শান্তিপুর বাঁথনা এলাকায় জামাইবাবু স্বপন বিশ্বাসের বাড়িতে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যায় সে। রাতে সকলে মিলে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে, এরপর ওই যুবক দোতলার ঘরে একাই শুতে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে, চা বিস্কুট খেয়ে আবারো চলে যায় দোতলার ঘরে। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ হঠাৎই পরিবারের নজরে পড়ে ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে বিক্রম। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে এসে দেহ উদ্ধার করার চেষ্টা করে, খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় শান্তিপুর হাসপাতালে, সেখানেই চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। জামাইবাবু স্বপন বিশ্বাস জানান, তার শালা একটু চাপা স্বভাবের ছিল। নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা কারোর সাথে আলোচনা করত না, কিন্তু তারা গোপনে জানতে পারেন, যুবকের শারীরিক দুর্বলতা ছিল, আর সেই বিষয় নিয়েই নিজেই মানসিক অবসাদে ভুগতো। তবে বিক্রমের আত্মহত্যার ঘটনায় এটাই কারণ বলে মনে করছেন পরিবার। অন্যদিকে শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতন্ত্রের জন্য পাঠানো হয় রানাঘাট পুলিশ মর্গে। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় দানা বাঁধছে রহস্যের।

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the contractor/Supplier for various works of Golamara GP area under Purulia-II Panchayat Samity. The schedule of the tender process are as follows: **NIT No: 007/ GGP/2024-25 Date: 13/12/2024** Date of Sale of Tender Form On any working day from **13/12/2024 to 20/12/2024 (11 am to 1:00 pm)** Last date of Sale of Tender Form & dropping of Sealed Tender Form **20/12/2024 till 1:00 pm** Date of Opening of Tender **20/12/2024 at 1:30 pm**

Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

TENDER NOTICE
NIT-13/2024, 2024_ZPHD_782803_1, 2, 3, 4, 5, 6, Dated-13/12/2024

Separate Tender are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24 pgs(s). Last date and time of application **23/12/2024 up to 10.00 am**. Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

আমমোক্তারনামা

নিলটন সেখ, পিতা- হাবিবুর রহমান, সাং- নাচনা, পোঃ- রমনা সেখদিঘী, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ০৫।১২।২০২৩ তারিখে Book-I, 18217 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আনসারুল সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত এল. আর. ২৬০১, ২৬২৪, ২৫৮৭, ২৭২৮ নং দাগের এল. আর. ৬৪৮১, নং খতিয়ানের মোট ৭৫.৩৩ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

BAPUI GRAM PANCHAYAT

13 No Chandipur Bazar, Manik Nagar, Kakdwip, Dist.-South 24 Pgs., W.B.

NIT NO.-01/Bapuji/2024-25, Dated-13/12/2024 NIT NO.-02/ Bapuji/2024-25, Dated-13/12/2024 NIT NO.-03/Bapuji/ 2024-25, Dated-13/12/2024 Last date of Submission on or before **23/12/2024 (up to 1.30 PM)**. Date of Opening- **26/12/2024 at 02.00 P.M.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bapui Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/082/050/2024-2025/R
Name of work : **Development of drainage system at 13,17, Chetla Road and adjacent area in Ward No.-82**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,248.96**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/082/051/2024-2025/R
Name of work : **Development of bustee latrine at 178, 164, P.M. Roy Road, 103, 107, 109 Alipore Road and adjacent area in Ward-82**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,720.05**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days.**
3. NIT No. : KMC/IX/082/052/2024-2025/R
Name of work : **Development of I.P. passage at 13, 17, 12/1, Chetla Road and adjacent area in Ward No.-82**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,895.35**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on: **26.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **14.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (C)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/I/005/43/2024-2025
Name of work : **Improvement of IPS passages at 1, 4 Nityo Gopal Chatterjee Lane in Ward No. 005**. Estimate Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,89,636.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/I/005/42/2024-2025
Name of work : **Repairing of collapsed sewer at 4/1/H/9 Belgachia Road, 25/1/33 Belgachia Road and other surrounding places in Ward No. 005**. Estimate Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,49,673.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEC/I/005/41/2024-2025
Name of work : **Repairing of UG sewer at 101 Indra Biswas Road, 14C Anth Nath Deb Lane and other places in Ward No. 005**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,49,767.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/I/009/22/2024-2025
Name of work : **Repairing of IPS passage at 36, Bonomali Sarkar Street, 3A, Nepal Neogi Street and different places in Ward No. 009 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,941.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEC/I/009/18/2024-2025
Name of work : **Improvement of bathing platforms at 29A, 61, Sovabazar Street and different places in Ward No. 009 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 1,99,596.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
6. NIT No. : KMC/EEC/I/009/24/2024-2025
Name of work : **Improvement of sewer line at 1, Bonomali Sarkar Street in Ward No. 009 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 3,74,336.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
7. NIT No. : KMC/EEC/I/003/50/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS passages at 22/74, 22/69, 22/1, R.M. Road and other places in Ward No. 003**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,98,163.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
8. NIT No. : KMC/EEC/I/006/40/2024-2025
Name of work : **Repairing of IPS passages at 1/H/8, 1/H/9, 1/48, 1/49, 1/51, 2/2, etc Ghoshbagan Lane in Ward No. 006 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,279.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
9. NIT No. : KMC/EEC/I/006/41/2024-2025
Name of work : **Replacement of PIT covers at Kripanath Dutta Road, Ghoshbagan Lane and different places in Ward No. 006 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,697.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
10. NIT No. : KMC/EEC/I/006/46/2024-2025
Name of work : **Improvement of bathing platforms at 29/10, 29/15, 31/15, 31/22, Cossipore Road and different places in Ward No. 006 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,99,099.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
11. NIT No. : KMC/EEC/I/006/47/2024-2025
Name of work : **Development of footpath by IPS pavement from 1 to 1/1A, Lockgate Road in Ward No. 006 under Br-I**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,99,298.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
12. NIT No. : KMC/EEC/I/007/33/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS and paver block pavements, footpaths, etc at Gopal Mitra Lane, 21, Bag Bazar Street and other areas in Ward No. 007**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,31,327.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
13. NIT No. : KMC/EEC/I/005/40/2024-2025
Name of work : **Raising of PIT covers at Khelat Babu Lane, Nityo Gopal Chatterjee Lane and other surrounding areas in Ward No. 005**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,49,878.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.12.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 13). Tender will be opened on: **26.12.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 13). The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 1 to 13) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 13).

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEVIII(C)/FLOWER/2024-2025
Name of work : **Arrangement for holding Annual Flower Show (2024-2025) at Br-VIII.** Estimated Cost : **Quotation invited**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.12.2024** at **12 noon**. Date of opening of tender: **28.12.2024** at **12 noon.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/19/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of road surface and passage disturbed by W.S. Dept. at 130 B. B. Rd. to 80/1 B.T. Rd., Paddapukur Swimming Pool Eastern Side on S.B. Rd. in WD-72.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,98,048.90**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/18/2024-2025/R
Name of work : **Renovation of bustee privies by installation of commode at 22, 24, 25, 81 Beltala Road and 13 Bakul Bagan Row etc. in Ward No.-72.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,051.38**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/20/2024-2025/R
Name of work : **Development of Satya Ranjan Bakshi Smriti Uddayan at Priyanath Mullick Road in Ward No.-72 under Borough VIII, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,485.23**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/24/2024-2025/R
Name of work : **Repairing of paver block footpaths near 7, 15 Southern Ave., 10B, 3A Lake Ave. etc in WD 087 disturbed by W.S. Dept., & Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,45,068.46**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/029/2024-2025/R (2nd call)
Name of work : **Development of IPS footpath at 15B to 25A, 9/1A, 11 Jatin Bagchi Rd (Portion), P176 Raja Basanta Roy Rd., 2, 5 Anil Roy Rd. etc. in Ward No. 86.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,99,861.08**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **27.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 2 to 6). Date of opening of tender: **30.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 2 to 6).
7. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/18/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of paver block & I.P.S footpath at 6/C, 10 M.C. Lane, 16A, 35/14 Paddapukur Rd., 62A Chowringhee Rd. and other different locations in Ward No.-70 disturbed by CESC.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,60,868.94**. Earnest Money: **Rs. 9,300.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.01.2025** at **12 noon**. Date of opening of tender: **07.01.2025** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **16.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) / **17.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2 to 6) and **24.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

1047/24-25

জেলা পুলিশ প্রশাসন ও জেলা ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন ও জেলা ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হলো শীতবস্ত্র ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি। বালুরঘাটের কাশীপুর ফুটবল ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র এবং ৫০ জন শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও বই বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা। শীতের কষ্ট কিছুটা লাঘব করার পাশাপাশি স্থানীয় শিশুদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি দুঃস্থ মানুষদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও, উপস্থিত সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করা হয়। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি। এটি শুধু সাহায্য নয়, বরং সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে।

OFFICE OF THE
GARH BHAWANIPUR SONATALA GRAM PANCHAYAT
UDAYNARAYANPUR DEV. BLOCK
GARHBHAWANIPUR, HOWRAH
Notice Inviting e-tender no-(1) NIT(e) GBSGP/05 2024-25, (2) NIT(e) GBSGP/06 2024-25

E-Tender is invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat, for 3(Three) nos different work. Document downloading (online) starts from **11.12.2024 at 5 pm up to 18.12.2024 3:00 pm.** Bid submission (online) from **11.12.2024 5 pm. Up to 18.12.2024 at 3.00 pm**. Bid opening date (online) on **20.12.2024 at 3.00 pm.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
GB Sonatala Gram Panchayat

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **17.12.2024 তারিখে দুপুর 3:30 থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **24.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32156697, GL30728906, GL30723643, GL30731800, GL23439728, GL30665425, GL30667070, GL23372354, GL30574544, GL30582588, GL30593534, GL30580270, GL23356254, GL30548934, GL30547796, GL23321891, GL30537052, GL30516132, GL23304238, GL23264626, GL30459170, GL26075671, GL23231060, GL29922014, GL33631126, GL33587027, GL29459685, GL22547904, GL33128419, GL32669181, GL30739333, GL31335753, GL31893588, GL30685671, GL30685071, GL32075941, GL25470936, GL30566623, GL30521460, GL30748069, GL26148276, GL29928999, GL29474786, GL33151770.

শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30723942, GL23433323, GL30663791, GL32540483, GL30565445, GL30488668, GL23287612, GL32210824, GL34299265, GL31635203, GL33362252, GL29494321, GL30739226, GL32553824, GL30512596, GL32696347, GL26887819, GL32231967, GL34318309, GL33373256, GL33404371, GL29499558.

শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32702121, GL30753698, GL34058842, GL30665046, GL23400016, GL32176135, GL33571009, GL30573492, GL30579579, GL30549226, GL30463153, GL30492006, GL30475806, GL30456215, GL30470251, GL30460376, GL30441394, GL30440802, GL31691743, GL31324035, GL29510970, GL33113025, GL22388976, GL28065753, GL30761492, GL30685585, GL25807110, GL32198436, GL33591583, GL32017854, GL30512779, GL30958230, GL30484612, GL31333157, GL30485958, GL32331168, GL31344335, GL29523223, GL33121657, GL28473920, GL28085510.

শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33345923, GL26318777, GL32678005, GL30721058, GL30733065, GL30702517, GL32543575, GL30576827, GL32512044, GL25859407, GL30559139, GL30539491, GL30525992, GL30506400, GL23290605, GL23265174, GL23266159, GL30429976, GL30415274, GL32270847, GL22820449, GL22791549, GL29550676, GL23035969, GL33362791, GL32995766, GL32962053, GL30739575, GL32555639, GL32528648, GL28651278, GL30542874, GL30451363, GL32286244, GL29594567, GL28443168, GL29568338, GL33373156, GL33016696, GL32986400.

শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33220891, GL26060400, GL23464754, GL23466643, GL30680686, GL30651201, GL23388328, GL23396127, GL30616673, GL23343576, GL30547683, GL25997836, GL30534378, GL33610833, GL30501095, GL33868426, GL33773991, GL30458011, GL31132736, GL29455176, GL33203876, GL23379030, GL32978485, GL32963310, GL28542175, GL27784306, GL33232604, GL30566515, GL27988725, GL34109215, GL33891123, GL29475423, GL33209784, GL33111720, GL32984542, GL32988477.

শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31407947, GL23446229, GL30676098, GL30603363, GL30576015, GL30866253, GL30575184, GL24703623, GL24657328, GL32425435, GL32430887, GL30705273, GL30442275, GL32330478, GL29665797, GL31410239, GL22617850, GL33228511, GL26313101, GL29270172, GL33000373, GL29142727, GL32391556, GL30628475, GL32491526, GL32494445, GL32442951, GL32442201, GL32342893, GL33234262, GL31241582, GL33014994.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **14.12.2024**
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

মাদকে নয়- মাঠে থাকুন, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ মাদকে নয় মাঠে থাকুন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগ। তরুণ যুব প্রজন্মকে মাদকের হাত থেকে দূরে রাখার। আর এই কারণেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি

থানায় এলাকাতে শুরু হয়েছিল ফুটবল খেলা। বাগডোগরা থেকে শুরু করে ভোরের আলো প্রতিটি থানা এলাকার বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে নিয়ে হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। অবশেষে ফাইনালে ওঠে বাগডোগরা থানা এলাকার ফুটবল দল। আজ সেই জয়ী দলের সাথে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাঠে ফাইনাল ম্যাচ ছিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কর্মীদের সাথে খেলা। এই খেলাতে জয়লাভ করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের দল। এক শূন্য গোলে বাগডোগরা থানা এলাকার ফুটবল দলকে হারিয়ে দেয়। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ফুটবল দল। এই খেলার লক্ষ্য একটাই SAY YES TO FOOTBALL, SAY NO TO DRUGS। শুক্রবার এই খেলায় জয়লাভের পর জয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। পুলিশ কমিশনার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিং সহ বিভিন্ন এসিপি এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।

ব্রিসবেনে ওপেন করবেন, চার পেসার? উভয় সঙ্কটে রোহিত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নানা মুনির নানা মত। পরামর্শ আর টোটকার জোয়ারে ভাসছেন রোহিত শর্মা। কেউ তৈরি করে দিচ্ছেন একাদশ। কেউ বলে দিচ্ছে ব্যাটিং অর্ডার। স্পিনার থেকে বোলিং পরিবর্তন, পরামর্শ দেওয়া লোকের অভাব নেই। স্রেফ অ্যাডিলেডে হার কার্যত কোণঠাসা করে ফেলেছে রোহিত শর্মাকে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টানা ৩টে ম্যাচ হার। তারপর অ্যাডিলেড। সব মিলিয়ে টানা ৪টে টেস্ট ম্যাচ হারের রেকর্ড করে বসেছেন রোহিত। যা পরিস্থিতি, ব্রিসবেনে যদি হারে টিম, তা হলে বিদায়ঘণ্টা বেজেই যাবে। এ হেন রোহিতের এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' এই অবস্থা। সোজা কথায় বললে একাধিক সঙ্কট তাঁর সামনে। রোহিত কি ওপেন করবেন গাব্বায়? রোহিত আদতে ওপেনার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওপেনই করেছেন। কিন্তু পারথে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ভরসা দেওয়া রাহুলকেই অ্যাডিলেডে ওপেনার রাখা হয়েছিল। রোহিতের এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি হিসেবে কাজ করেছিল, রাহুলের আত্মবিশ্বাস। প্রথমত, রোহিত পারথে খেলেননি। অ্যাডিলেড ছিল তাঁর প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় এ টিমের সঙ্গে অনেক আগেই অস্ট্রেলিয়া সফরে চলে গিয়েছিলেন রাহুল। অজিদের দেশের পিচ পরিবেশের সঙ্গে যথেষ্ট মানিয়েও নিয়েছেন। সেই কারণে রাহুলকে ওপেনার হিসেবেই দেখা গিয়েছিল। মিডল অর্ডারে রোহিত নেমেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ছাপ রাখতে পারেননি। ৬ ও ৩

মোট ৯ রান এসেছে রোহিতের ব্যাট থেকে। ফুটওয়ার্ক কার্যত ছিল না, শর্ট বলে অস্বস্তি এবং গতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারা, সবই বিরুদ্ধে গিয়েছিল রোহিতের। আর তার জন্য সমালোচনাও কম হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন একেবারেই অন্যরকম। পারথ, অ্যাডিলেড ভুলে ভারতীয় টিম নতুন করে সিরিজ শুরু করতে চাইছে। সেই আঙ্গিকে ভাবলে রোহিতও নিতে পারেন ফ্রেশ স্টান্স। অর্থাৎ, গাব্বায় ওপেনার হিসেবেই নামুন তিনি। এর পিছনেও দুটো যুক্তি কাজ করছে। এক, রোহিত ওপেন করলে দ্রুত স্কোরবোর্ডকে মগডালে তুলে দিতে পারেন। দুই, রোহিতের মতো অভিজ্ঞ কাউকে ইনিংস শুরু করতে দেখলে অস্ট্রেলিয়ান পেসাররাও দাঁত-নখ বের করতে পারবে না। অজিদের ব্যাকফুটে ঠেলার জন্য রোহিতকে ওপেন করতে হবে। আলোচনা বা চর্চা এখানেই শেষ হবে না। আরও দুটো ইস্যু রোহিতের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। একাদশ নির্বাচন কতটা সঠিক হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করবে ম্যাচের ফলাফল। গত ম্যাচে বুমরা-সিরাজের সঙ্গে খেলেছেন হর্ষিত রানা। প্রচার রয়েছে গৌতম গম্ভীর কানেকশনের জন্যই নাকি অ্যাডিলেড টেস্টে সুযোগ পেয়েছিলেন। উইকেটহীন রানা ডাগ আউটে থাকবেন? সম্ভবনা কিন্তু প্রবল। তা হলে তাঁর পরিবর্ত কে হতে পারেন? বাংলার আকাশ দীপকে কি গাব্বায় খেলানো হবে? নাকি রানাকে রেখে চার পেসারে যাবে ভারত? নাকি তিন পেসার এক স্পিনার খেলাবে? সেক্ষেত্রে আবার অন্য অঙ্ক কাজ করবে। একমাত্র স্পিনার হিসেবে অশ্বিনকে খেলানো হবে, নাকি ওয়াশিংটন সুন্দরকে? বোলিং ভারসাম্যের উপর কিন্তু গাব্বায় জেতা-হারা নির্ভর করছে ভারতের। একইসঙ্গে রোহিতের ক্যাপ্টেন্সি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে এ নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডেও আর একবার উঠে পড়েছে সেই অস্বস্তিকর আলোচনা। দ্বিতীয় ইনিংসের দ্বিতীয় সেশনে বুমরাকে মাত্র ৪ ওভার বল করিয়েছিলেন। উইকেটও নিয়েছিলেন বুমরা। আরও বল কেন করানো হল না, তা নিয়ে সমালোচনা চলছে। রোহিত যদি নিজেকে আবার স্বমহিমায় ফিরে পেতে চান, গাব্বা টেস্টে খুচরো ভুল করলে চলবে না। বরং পাল্টা দেওয়ার জন্য চমকপ্রদ ক্যাপ্টেন্সি তুলে ধরতে হবে তাঁকে।

ফের বিধ্বংসী অজিঙ্ক রাহানে, হার্দিকদের হারিয়ে ফাইনালে মুম্বই

চেন্নাই, ১৩ ডিসেম্বরঃ সৈয়দ মুস্তাক আলিতে দুরন্ত মেজাজে অজিঙ্ক রাহানে। বরোদার বিরুদ্ধে চিন্নাস্বামীতে চলতি মুস্তাক আলি ট্রফির সেমিফাইনালে নেমেছিল মুম্বই। ৫৬ বলে ৯৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস উপহার দেন রাহানে। তাঁকে আইপিএল নিলামে কেকেআর কেনার পর থেকে ক্রিকেট মহলে বলাবলি হচ্ছে, তাঁকেই নাইটদের পরবর্তী নেতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ৩৬-এও তাঁর ঝাঁঝ যে কমেনি, তা প্রায় প্রতি ম্যাচেই প্রমাণ করছেন। চিন্নাস্বামীতে ১৭৫ স্ট্রাইকরেটে বিধ্বংসী ব্যাটিং রাহানের। হার্দিক-ক্রুণালদের বরোদাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে এ বারের মুস্তাক আলির প্রথম ফাইনালিস্ট মুম্বই। টস জিতে মুম্বই অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার প্রথমে বরোদাকে ব্যাটিংয়ে পাঠান। তৃতীয় ওভারেই ওপেনার অভিমন্যুকে (৯) ফেরান মোহিত অবস্তি। এরপর দশম ওভারে ক্যাপ্টেন ক্রুণালকে ফেরান সূর্যাংশ। ২৪ বলে ৩০ রান করেন তিনি। ওপেনার শ্বাসত রাওয়াত ২৯ বলে ৩৩ রান করেন। সেমিতে হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাট চলেনি। ৬ বলে ৫ করেন তিনি। বরোদার হয়ে সর্বাধিক রান শিবালিক শর্মার। ২৪ বলে ৩৬ রান তাঁর। মুম্বইয়ের হয়ে ৬ বোলারই আজ উইকেট পেয়েছেন। সূর্যাংশ নেন ২টি উইকেট। তিনি ছাড়া ১টি করে

উইকেট পেয়েছেন মোহিত অবস্তি, শার্দূল ঠাকুর, শিবম দুবে, তনুষ কোটিয়ান, অথর্বরা। ১৫৯ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে মুম্বইয়ের শুরুটা ভালো হয়নি। তৃতীয় ওভারের শেষ বলে পৃথ্বী শ-কে (৮) ফেরান হার্দিক পান্ডিয়া। এরপর ক্যাপ্টেন শ্রেয়সের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন অজিঙ্ক রাহানে। দ্বিতীয় উইকেটে অনেকটাই এগিয়ে যায় মুম্বই। ১৩তম ওভারে অতীত শেঠ ফেরান শ্রেয়সকে। ৪ রানের হাফসেঞ্চুরি মিস তাঁর। ৩০ বলে ৪৬ করেন ক্যাপ্টেন শ্রেয়স। এরপর একা হাতেই ম্যাচ বের করে নেন রাহানে। সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট চলেনি। করেন ১ রান। ৫৬ বলে ৯৮ রানের ইনিংস খেলার পথে রাহানের ব্যাটে এসেছে ১১টি চার ও ৫টি ছয়। শিবম দুবে ০ নট আউট, সূর্যাংশ ৬ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন। ১৬ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান তুলে ফেলে মুম্বই। ম্যাচ জেতার পাশাপাশি ট্রফি জয়ের শেষ লড়াইয়েও পৌঁছে গেলেন রাহানেরা। মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস হয় রাহানের। ১৬.৫ ওভারে অভিমন্যু রাজপুত নেন তাঁর উইকেট। সেঞ্চুরি মিস করলেও সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনিই। টুর্নামেন্টের ফাইনাল রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর। এ বার দেখার দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ থেকে কোন টিম ওঠে ফাইনালে।

লক্ষ্য ৩-০, সব ভুলে গাব্বা থেকে সিরিজ শুরু করছে ভারত!

ব্রিসবেন, ১৩ ডিসেম্বরঃ ডু অর ডাই! হয় এ বার, নয় নেভার! ক্রিকেটে এই দুই শব্দবন্ধনী সময় সময় ঠিক এসে পড়ে। ভারত যখন চাপে, ভারত যখন স্বপ্নের খোঁজে, ভারত যখন ফাইনালের রাস্তায় নামে, ঠিক তখনই দুই শব্দবন্ধনীর ব্যবহার হয়। যেমন হচ্ছে এ বার। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যায়নি ভারত। আসলে সিরিজের ম্যাচ সংখ্যা মাত্র ৩। ভুল নয়, ঠিক এ ভাবেই ভাবতে শুরু করেছে রোহিত শর্মার ভারত। পারথের জয় যদি পার্থিব সুখ দিয়ে থাকে, তবে অ্যাডিলেড দিয়েছে যন্ত্রণা। ভালো মন্দ দুই ভুলে নতুন করে সিরিজ শুরু করছেন রোহিত শর্মারা। কেন? কারণ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে ভারতকে ৪-১ জিততেই হবে। প্রথম দুই টেস্ট ১-১। এখান থেকে সিরিজ যদি শুরু করা হয়, ভারতের লক্ষ্য জয়ের হ্যাটট্রিক। গাব্বায় নামার আগে শুভমন গিল খোলসা করে দিলেন, ভারতীয় ড্রেসিংরুমের ভাবনা। অ্যাডিলেড টেস্ট হারার পর কতটা চাপ তৈরি হয়েছে? গিলের কথায়, ''অ্যাডিলেড টেস্ট আমরা ঠিক যে ভাবে চেয়েছিলাম, সেই ভাবে পারফর্ম করতে পারিনি। কিন্তু টিমের মেজাজ এখন বেশ ফুরফুরে। আমরা গত রাতে সবাই মিলে ডিনার করেছি। সেখানে হাসি ঠাট্টা প্রচুর হয়েছে। পুরো টিমই খোশমেজাজে

রয়েছে। আপাতত আমাদের একটাই ভাবনা, এই সিরিজটাকে ৩ ম্যাচের নিরিখে দেখছি। গাব্বা টেস্ট জিতলে মেলবোর্ন আর সিডনি বাকি থাকবে। গাব্বায় যদি আমরা জিতি, আবার কিন্তু এগিয়ে থেকে পরের টেস্টে নামব।'' গত সিরিজে হনুমা বিহারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন টিমের জয়ে। এই সিরিজে তিনি নেই। ভারত কোথাও কি ইতিবাচক মনোভাব হারিয়েছে? মেনে নিয়ে গিল বললেন, ''আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখান থেকে যাতে ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই আমরা এগোতে পারি, সেই চেষ্টাই করছি। যে কারণে প্রথম টেস্টে জয় আমরা ভুলে গিয়েছি। সামনের তিনটে টেস্টকে একটা সিরিজ ধরে যদি এগোই, তাতে যদি ২-০ জিতি, তা হলেও কিন্তু আমরা দারুণ একটা জিনিস করে দেখাতে পারব।'' মোদ্দা কথা অ্যাডিলেডে বিপর্যয়ের পর ভারত গত সিরিজ থেকে মোটিভেশন নিচ্ছে। গতবারও সব হিসেব উল্টে দিয়ে ভারত সিরিজ জিতেছিল। এখনও তা সম্ভব। রোহিত-বিরাট-বুমরাদের যেমন পারফর্ম করতে হবে, তেমনই আগুন ঝরাতে হবে নতুন প্রজন্মকেও। গিলরা কিন্তু তৈরি।

সিরিজ হারের পর শাস্তিও পেল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল

দুবাই, ১৩ ডিসেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের কাছে ০-৩ ব্যবধানে এক দিনের সিরিজ হেরেছেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। এই হারের পর শাস্তিও পেতে হল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলকে। ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা হল হরমনপ্রীতদের। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোলিং শেষ করতে পারেনি হরমনপ্রীতের। ২ ওভার কম বল করেছিল ভারতীয় দল। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) আদর্শ আচরণবিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী, সময়ের মধ্যে প্রতি ওভার কম বল করার জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা হয়। সেই হিসাবে হরমনপ্রীতদের ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আম্পায়ারদের

রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাচ রেফারি ডেভিড গিলবার্ট। আইসিসি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর তাঁদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন এবং নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি মেনে নিয়েছেন।'' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচেও জিততে পারেনি ভারতীয় মহিলা দল। মাঠের লড়াইয়ে ব্রিসবেনে লজ্জায় পড়তে হয়েছিল হরমনপ্রীতদের। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৩৭১ রান করে অস্ট্রেলিয়া। এটাই মহিলাদের এক দিনের ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান। জবাবে ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছিল ২৪৯ রানে। ১২২ রানে হেরেছিল ভারত।

ক্রিকেট থেকে হঠাৎ অবসর! ১৩ মাসে দ্বিতীয়বার, আবার ফিরবেন ইমাদ ওয়াসিম?

ইসলামাবাদ, ১৩ ডিসেম্বরঃ শীত পড়লেই কি অভিমান বাড়ে? ইমাদ ওয়াসিমই দিতে পারবেন এর উত্তর। ঘটনা হল, শীত পড়লেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারের অবসর নেওয়ার ইচ্ছে বেড়ে যায়। এ বারও যেমন হল। গত বছর নভেম্বরে হঠাৎই অবসর নিয়ে ফেলেছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। ঘটনা করে জানিয়েও ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্ত। বছর গড়াতে না গড়াতে, দিনক্ষণ ধরলে ঠিক ১৩ মাস পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন পাক অলরাউন্ডার। ইমাদের এ হেন সিদ্ধান্তের পর কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, আগামী বছরে তিনি আবার ক্রিকেটে ফিরে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সে সম্ভাবনা কি আছে? পাকিস্তান ক্রিকেটে অকাল অবসরের ঘটনা নতুন নয়। অনেক তারকাই ঘনঘন অবসর নিয়েছেন। ফিরেও এসেছেন। ইমরান খান যেমন। ১৯৮৭ সালে অবসর নিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন ক্রিকেটে। জাভেদ মিয়াঁদাদও তাই। ১৯৯৪ সালে অবসর নিয়ে আবার ফিরে আসেন। সবাইকে টপকে গিয়েছেন সইদ আফ্রিদি। একাধিক বার অবসর নিয়েছেন। সবাইকে চমকে দিয়ে আবার ফিরেছেন ক্রিকেটে। যা কার্যত রেকর্ড হয়ে থেকে গিয়েছে পাকিস্তানে। ইমাদ কি আফ্রিদির মতো কিছু করে দেখাতে পারবেন? না, ইমাদের তেমন সম্ভাবনা নেই। ৩৫ বছরের ক্রিকেটার এই বছরের শুরুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য অবসর ভেঙে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু পাক টিমের ভরাডুবি হয়েছিল। তারপর থেকে পাক ক্রিকেটে অনেক কিছু বদলেছে। নতুন প্রজন্ম এসে গিয়েছে। নির্বাচকরাও আর ইমাদের দিকে ফিরে তাকাননি। যে কারণে ইমাদের অভিমান রয়েছে। তবে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন তিনি। তাই খেলবেন বলে জানিয়েছেন।

এফসি গোয়া ছেড়ে রিয়াল কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন হাম্মাদের

জম্মু, ১৩ ডিসেম্বরঃ ভারতের আই লিগের অন্যতম শক্তিশালী দল রিয়াল কাশ্মীর দলে আবারও ফিরে এসেছেন প্রতিভাবান ডিফেন্ডার মুহাম্মদ হাম্মাদ। এফসি গোয়া থেকে ফিরে আসা এই তারকা খেলোয়াড় ২০২৩-২৪ মরসুমের আই লিগ সেরা ডিফেন্ডারের পুরস্কার জিতেছিলেন। শীতকালীন স্থানান্তর জানালা খোলার এক মাস আগে এই স্থানান্তরের খবর এসেছে। মুহাম্মদ হাম্মাদ, যিনি ২৭ বছর বয়সী ডিফেন্ডার, তার অসাধারণ আই লিগ মরসুমের পর এফসি গোয়াতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ২০২৪-২৫ মরসুমে বেশি খেলার সুযোগ পাননি তিনি। নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তার কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা তার পারফরম্যান্সের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এফসি গোয়াতে থাকার সময় তিনি খুব বেশি ম্যাচে খেলতে পারেননি, যা তাকে ক্লাবের প্রথম একাদশে নিয়মিত হতে বাধা দেয়। তবে তার অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রিয়াল কাশ্মীরের জন্য মুহাম্মদ হাম্মাদের ফিরে আসা নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। তার প্রথম দফার সময় রিয়াল কাশ্মীরের জন্য দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন তিনি। সেই সময়ে ২৪ ম্যাচ খেলে ১২টি ক্লিন শিট রাখতে সক্ষম হন। তার কঠোর ট্যাকলিং, আকাশে বল দখলের দক্ষতা এবং মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রিয়াল কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করবে। ২০২৩-২৪ মরসুমে সেরা ডিফেন্ডারের পুরস্কার পাওয়া হাম্মাদ রিয়াল কাশ্মীরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। তার ফিরে আসা দলটির সামগ্রিক

পারফরম্যান্সে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে এই মরসুমে রিয়াল কাশ্মীরের লক্ষ্য আইএসএলে উন্নীত হওয়া। রিয়াল কাশ্মীরের ভক্তদের জন্য মুহাম্মদ হাম্মাদের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে এক আনন্দের সংবাদ। দলের পরিচিত জার্সিতে তাকে আবার খেলতে দেখা ভক্তদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত হয়ে উঠবে। তার উপস্থিতি শুধু প্রতিরক্ষা বিভাগকেই নয়, পুরো দলের মনোবলকেও উজ্জীবিত করবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দল ইন্টার কাশি এবং ডেম্পো এসসির মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি হওয়ার আগে এই স্থানান্তর রিয়াল কাশ্মীরের জন্য একটি বড় সুবিধা হতে পারে। হাম্মাদের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার দলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত করবে এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এফসি গোয়াতে তার সময়কাল স্বল্প হলেও, সেই অভিজ্ঞতা তার ফুটবল ক্যারিয়ারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রিয়াল কাশ্মীরে ফিরে আসা তার জন্য আরেকটি সুযোগ, যেখানে তিনি আবার তার সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শন করতে পারবেন। রিয়াল কাশ্মীরের কোচিং স্টাফ এবং ভক্তরা নিশ্চিত যে হাম্মাদ তার পূর্ববর্তী ফর্ম ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা তাকে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তুলবে। তার স্বাভাবিক নেতৃত্বের গুণাবলী এবং মাঠে দৃঢ় উপস্থিতি দলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। মুহাম্মদ হাম্মাদের রিয়াল কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন দলটির জন্য একটি বড় সুবিধা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা রিয়াল কাশ্মীরের আইএসএলে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ফুটবল ভক্তরা তার পারফরম্যান্সের দিকে তাকিয়ে আছে। পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসে তিনি আবারও নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রিয়াল কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং শীর্ষে পৌঁছাতে হাম্মাদের উপস্থিতি এক নতুন শক্তি যোগাবে।

ইয়ামালই ফুটবলের বর্তমান, ভবিষ্যৎও দারুণ মেসি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসির বিদায়ের পর তাঁর বিকল্পের সন্ধানে ছিল বার্সেলোনা। মেসির বিকল্প তো আর সম্ভব নয়, কাছাকাছি প্রভাব রাখার মতো সামর্থ্যবান কাউকে যদি পাওয়া যায়! এর মধ্যে আনসু ফাতি ছাড়াও বেশ কিছু নাম সামনেও এসেছিল, যদিও কেউই সেভাবে সফল হতে পারেননি। তরুণদের তুলে আনার সে ধারাতেই গত বছর অভিষেক হয় লামিনে ইয়ামালের। তাঁর মধ্যে এখন আক্ষরিক অর্থেই মেসির ছায়া দেখছেন অনেকে। অভিষেকের পর থেকেই বার্সায় নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন ইয়ামাল। আলো ঝলমলে পারফরম্যান্সের কারণে ধীরে ধীরে মেসির সঙ্গে তুলনাও শুরু হয় তাঁর। খেলার ধরন ও ম্যাচে প্রভাবের কারণেই মূলত এ তুলনা। উইং ধরে ইয়ামালের আক্রমণে যাওয়ার ভঙ্গিগুলোও যেন মনে করিয়ে দেয় মেসির কথা। পরিসংখ্যানের দিক থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেসিকেও পেছনে ফেলেছেন ইয়ামাল। সব মিলিয়ে ১৭ বছর বয়সী ইয়ামাল এখন শুধু বার্সেলোনারই নন, বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি

পাচ্ছেন। তবে এত সব স্বীকৃতির সঙ্গে বাড়তি কিছু যোগ হচ্ছে ইয়ামালের ক্যারিয়ারে। মেসির প্রশংসায় সিক্ত হয়েছেন ইয়ামাল। এখনো কৈশোরের বৃত্তে থাকা ইয়ামালকে শুধু বার্সেলোনা নয়, ফুটবলেরই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে মন্তব্য করেছেন মেসি। সম্প্রতি জার্মানিতে অ্যাডিডাসের এক ইভেন্টে ইয়ামালকে নিয়ে কথা বলেছেন মেসি। গসপেল গিটারিস্ট গুকে ওয়েউ আর্জেন্টাইন মহাতারকার কাছে জানতে চান, কার মধ্যে তিনি নিজের ছায়া দেখেন? মেসির জবাব, ''তরুণ ফুটবলারদের দারুণ একটি প্রজন্ম উঠে এসেছে, যাদের সামনে অনেক বছর পড়ে আছে। যদি কাউকে বেছে নিতে হয়, সেটা তার বয়স ও ভবিষ্যতের কারণে, আমি শুনেছি অনেকেই লামিনে ইয়ামালকে বেছে নিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই আমিও তা-ই নেব, আমি একমত। তবে এটা তার ওপর এবং আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে। কারণ, ফুটবল এমনই। কিন্তু সে-ই (ফুটবলের) বর্তমান এবং নিঃসন্দেহে দারুণ ভবিষ্যৎ তার সামনে।'' শুধু ইয়ামালই নয়, বার্সেলোনার প্রতিও নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন মেসি, ''আমি বার্সাকে লা লিগা, কোপা দেল রে, এমনকি চ্যাম্পিয়নস লিগও আবার জিততে দেখতে চাই। যে বছরগুলোতে সেটা করা সম্ভব হবে না, তখন তারা যেন অন্তত লড়াইটুকু করে।''

গার্দিওলার ম্যান সিটি যেখানে সবচেয়ে বাজে

ম্যানচেস্টার, ১৩ ডিসেম্বরঃ হার তো বটেই, ড্রকেও নিজের ডিকশনারি থেকে একরকম বাদ দিয়েছিলেন পেপ গার্দিওলা। ম্যাচের পর ম্যাচে প্রতিপক্ষকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে দলকে জেতাবেন, এটাই ছিল চেনা চিত্র। কিন্তু সব ভালো দিন নাকি কখনো না কখনো শেষ হতে হয়। এ নিয়ম মেনেই হয়তো ইউরোপে শেষ হতে চলেছে গার্দিওলা-যুগ। এখনই যদিও শেষ কথা বলার সময় আসেনি, তবে এরই মধ্যে নিজের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে মরসুম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার মতো অনেক কিছু দেখে ফেলেছেন গার্দিওলা। যেখানে সর্বশেষ ১০ ম্যাচের ৭টিতেই হেরেছে তাঁর দল। অথচ গত দুই মরসুমের প্রতিটিতে গার্দিওলার সিটি হেরেছে মাত্র ৭ ম্যাচ। এখন সেই রেকর্ড ধরে রাখতে হলে সিটিকে মরসুমের বাকি সব কটি ম্যাচেই জিততে হবে। বর্তমানে সিটি যে ছন্দে এগোচ্ছে, তাতে বোধ হয় এমন বাজি সিটির অন্ধ ভক্তরাও ধরবেন না। এমনকি এ মরসুম যেভাবে চলছে, তাতে মরসুমে সিটির হয়ে গার্দিওলার সবচেয়ে বেশি হারের রেকর্ডটিও ভেঙে যেতে পারে। সিটিতে আসার পর প্রথম মরসুমে (২০১৬-১৭) গার্দিওলা হেরেছিলেন সব মিলিয়ে ১০ ম্যাচ। পরের দুই মরসুমে এ সংখ্যা ছিল ৭ ও ৬। তবে ২০১৯-২০ মরসুমে, অর্থাৎ লিভারপুলের কাছে শিরোপা হারানোর মরসুমে সিটি হেরেছিল ১২ ম্যাচ। যেটি এখন

পর্যন্ত কোনো মরসুমে সর্বোচ্চ হারের ঘটনা হয়ে আছে। তবে পরের চার মরসুমে টানা চার লিগ জয়সহ একাধিক শিরোপা জেতার পথে গার্দিওলার দলের ম্যাচ হারার ক্রম ছিল এমন-৮, ৯, ৭, ৭। কিন্তু এবার অর্ধেক মরসুম বাকি থাকতেই ৭ ম্যাচ হেরে বসে আছে সিটি। তা-ও শেষ ১০ ম্যাচের মধ্যে এই ৭ হার দেখেছে দলটি। ফলে সামনের ম্যাচগুলোতে সহজেই এ ধারা থেকে বেরোতে পারবে কি না, সে প্রশ্নও থেকে যায়। পাশাপাশি গার্দিওলার সিটিকে এখনো অন্তত ২৬টি ম্যাচ খেলতে হবে। প্রিমিয়ার লিগে ২৩ ম্যাচ, চ্যাম্পিয়নস লিগে ২ ম্যাচ এবং এফএ কাপে ১ ম্যাচ। শেষ দুই প্রতিযোগিতায় পরের পর্বে গেলে ম্যাচসংখ্যা আরও বাড়বে। আর এর মধ্যে গার্দিওলা যদি বৈপ্লবিক কিছু করে ঘুরে দাঁড়াতে না পারেন, তবে ১২ হারের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শুধু ম্যাচ হারাতেই গার্দিওলার সিটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে এমন নয়, গোল খাওয়ার দিক থেকেও একই অবস্থা। ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অপ্টার হিসাবে, নভেম্বরের শুরু থেকে ৯ ম্যাচে ২১ গোল খেয়েছে সিটি, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের অন্য যেকোনো দলের চেয়ে যা বেশি! অবিশ্বাস্যই বটে। অর্থাৎ এই সময়ে অবনমন অঞ্চলে থাকা দলগুলোও সিটির চেয়ে কম গোল খেয়েছে।

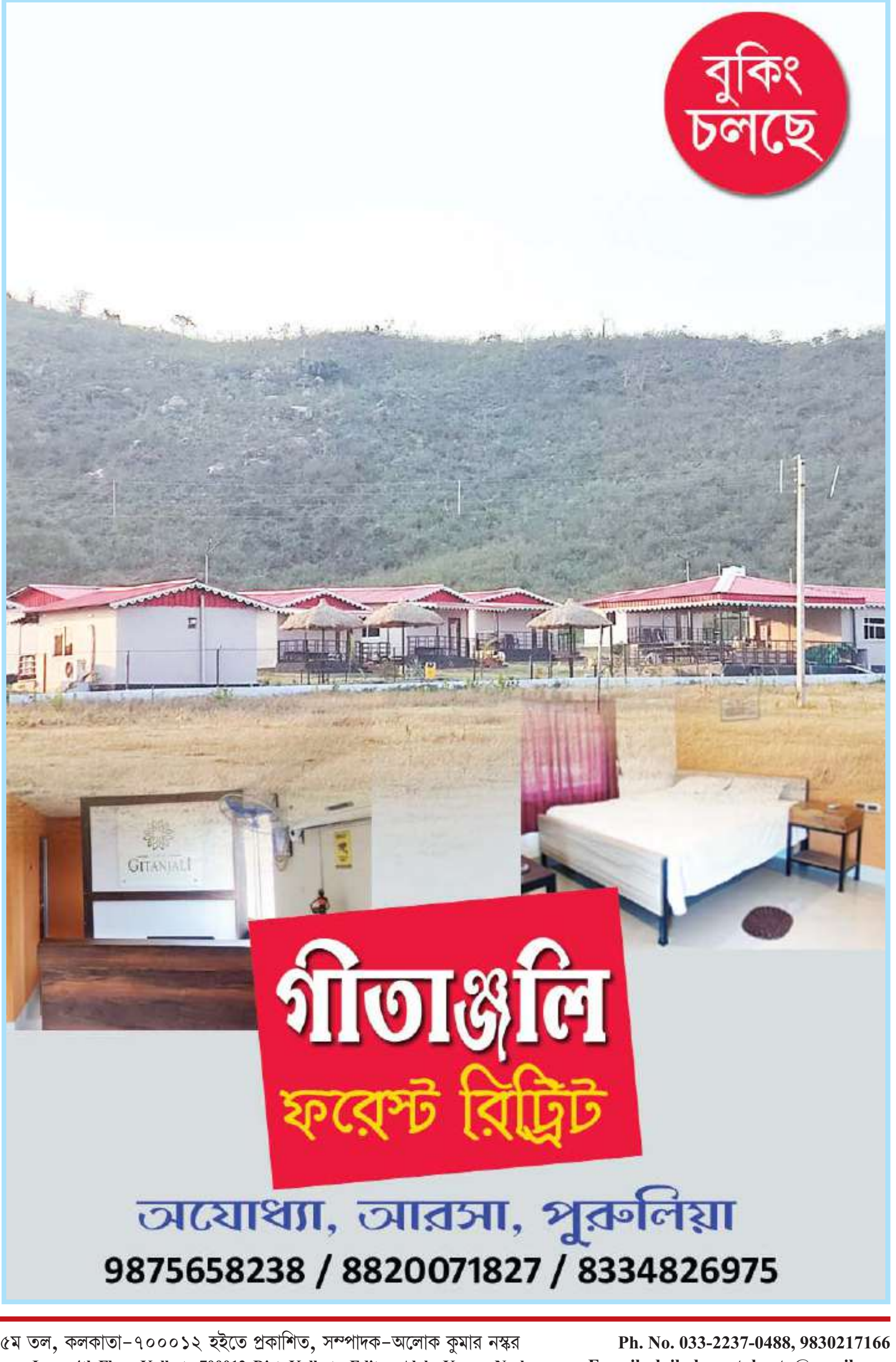

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com